অভিব্যক্তি

2022-2023

জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষন সংস্থা

গান্ধীগ্রাম , হুগলী

‘মুখবন্ধ’

প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাগাজিন হল এমন একটি দর্পন, যেখানে শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি প্রতিফলিত হয় । ম্যাগাজিনের মাধ্যমে শুধুমাত্র যে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা ডানা মেলে ওড়ার আকাশ পায়, তাই নয়, এর পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়, গড়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসের প্রবল ঢেউ। ম্যাগাজিন হল একটি মুক্ত আকাশ, যেখানে **DIET Hooghly**-র শিক্ষার্থীদের লেখনীগুলি ভাষা পায় । ১৯৬১ সাল **DIET Hooghly**-র জন্ম, সেই সুদূর জন্মলগ্ন থেকে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশিত হয়ে আসছে নানা ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের জীবনের গল্প, তাদের মতাদর্শের বিভিন্নতা, তাদের অনুভূতি আলোচনা করার সুযোগ পায় । পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষক শিক্ষন প্রতিষ্ঠান হিসাবে **DIET Hooghly**-র প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাগাজিন প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনুভূতির প্রতীক স্বরূপ তাদেরকে তাদের স্বকীয়তা তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে ।

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃ বঃ)

২৫/৩, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড , কোলকাতা -৭০০০১৯

শুভেচ্ছাবার্তা

জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (ডায়েট), হুগলী তাদের বার্ষিক পত্রিকা 'অভিব্যক্তি' (২০২২-২৩) প্রকাশিত করতে চলেছে । এই উপলক্ষে সকল শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপকদের আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই । আশা করছি যে ভবিষ্যতে তাদের এই প্রচেষ্টা আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

(ড. ছন্দা রায়)

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (পঃবঃ)

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

শিক্ষক শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬) এবং তার সংশোধিত খসড়া (POA-১৯৯২)-এর সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষনের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিটি জেলার একটি করে জেলা শিক্ষন প্রশিক্ষন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই নির্দেশিকা-কে মান্যতা দিয়েই ১৯৬১ সালে হুগলী জেলা শিক্ষা প্রশিক্ষন সংস্থা স্থাপিত হয় । পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি স্বীকৃত । এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পূর্ববর্তী ও চাকুরী পরবর্তী কালীন প্রশিক্ষন অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রদান করা হয় । শুধুমাত্র শিক্ষক প্রশিক্ষনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ নয় । এছাড়াও রাজ্যস্তরে SCERT -র বিভিন্ন রকম গবেষনামূলক প্রকল্প, সার্ভে, ফিল্ডওয়ার্ক, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি কর্মসূচীগুলিও সম্পন্ন হয়ে থাকে ।

এই প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র পঠন পাঠন ক্ষেত্রেই উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছেছে, তাই নয় । এর পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সুনিবিড় ছায়াঘেরা সুদৃশ্য DIET- প্রশাসনিক ভবন, খেলার মাঠ, শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য পর্যাপ্ত ছাত্রাবাস, গণিত পরীক্ষাগার, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, সাইকোলজি পরীক্ষাগার, কম্পিউটার কক্ষ এবং ICT -র সুবিধাযুক্ত শ্রেণিকক্ষের ব্যবহার সত্যিই প্রশংসার দাবীরাখে ।

যোগাযোগ :- নিকটবর্তী স্টেশন ব্যান্ডেল থেকে প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব মাত্র ১২কিমি।
ওয়েবসাইট :- **hooghly.scertwb.org**
ই-মেল :- **diet.hooghly@wb.gov.in**

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	কজন খোঁজ রাখে	1
২.	শিক্ষক	2
৩.	মা	2
৪.	আমাদের ডায়েট হুগলী	3
৫.	পরীক্ষা	4
৬.	আর ভবে-না !!	4
৭.	আজ নয় কাল, কাল নয় আজ	6
৮.	জীবন নদী	7
৯.	পুরুলিয়া ভ্রমনের অভিজ্ঞতা	7
১০.	নৃত্যে ও আবেগে	8
১১.	NCC CAMP -এর দিনগুলি	9
১২.	বন্ধুত্ব কাহারে কহে ?	9
১৩.	পুজো	10
১৪.	নারী (আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে)	11
১৫.	মুর্শিদাবাদ ভ্রমনের অভিজ্ঞতা	11
১৬.	পুরোনো রাজবাড়ি পরিদশর্নের অভিজ্ঞতা	12
১৭.	আমার শহর তোমার শহর	13
১৮.	পুষ্প	13
১৯.	প্রতিজ্ঞা	14
২০.	শান্তিময় শান্তিনিকেতন	14
২১.	DIET	15
২২.	পরিচয় বর্ণপরিচয়েরই	16
২৩.	ছেলেবেলা	16
২৪.	স্বপ্নের কবি	17
২৫.	পূজোর আনন্দ	17
২৬.	মা	18
২৭.	অপরাধীনতা	18
২৮.	প্রারম্ভিক আগমণ	20
২৯.	**প্রতিষ্ঠানের কিছু পালনীয় দিন**	
ক)	১৫ ই আগষ্ট	23
খ)	২৩-শে জানুয়ারী	24
গ)	২৬ শে জানুয়ারী	25
ঘ)	মাতৃভাষা দিবস (২১ শে ফেব্রুয়ারী)	26
ঙ)	বসন্তোৎসব ও নবীনবরন	28
চ)	রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী	30

কজন খোঁজ রাখে

অনেক কিছু যায় ঘটে আজ
সকলেরই অন্তরালে
কত মানুষ সুখে কাটায়
কত স্বপ্ন যায় বিফলে ।
কত মানুষের দিন কাটে আজ
পাহাড় পর্বত চূড়ে
কত মানুষ সুখের নেশায়
পড়ে আছে বহুদূরে ।
কেউ কাটায় নদী-বনে
কেউ বা পথে ঘাটে
কেবল দুটি অন্নের খোঁজে
কত মানুষ বিদেশে ছোটে ।
কেউ বা আবার ভিক্ষা করে
রাস্তা ঘাটের ধারে
অনেক মানুষ সুখের নেশায়
খুন করছে দিন দুপুরে ।
কত শত জীবন যে দেয়
দেশ মাতৃকার তরে
তারাই আজ পায় না মূল্য
এই সমাজের স্তরে ।
সমাজে যারা দিতে আসে
আধুনিক সভ্যতার দান
বিনিময়ে পায় না কিছু
পায় শুধু বদনাম ।
কত মানুষ শোষণ করে
দীন দুঃখী গরীব জনে
কেউ-ই খোঁজ রাখে না আজ
সবাই চলে আপন মনে ।
আধুনিকতার জয়গান গাইতে
মিলি মোরা পরস্পর
খোঁজ কি কেউ রাখে মোদের
আমরা কত স্বার্থপর ।
সবকিছু আজ যাচ্ছে ঘটে
সকলেরই অজান্তে
কেউ খোঁজ রাখে না আজ
ঘটে যে সব পথপ্রান্তে ।
কেউ-ই এসবে রাখে না খোঁজ
সবাই আপন আপন
নিজের নিয়েই ব্যস্ত আজ
আত্মকেন্দ্রিক মানুষজন ।

সঙ্গীতা সামন্ত, রোল - ৪৫, প্রথম বর্ষ

শিক্ষক

শিক্ষক মোদের প্রাণের গুরু
আদর্শের প্রতীক
তাঁর দেখানো পথে হাঁটে
ছাত্র-ছাত্রী পথিক ।
শিক্ষক জ্বালেন মনে প্রদীপ
প্রতিভার বিকাশে
শিক্ষক দেন জ্ঞানের আলো
অশিক্ষার আকাশে ।
শিক্ষক হলেন জ্ঞানের আর এক
নির্ভীক পথ যাত্রী
তাঁরই দেখানো পথে হাঁটে
সকল ছাত্র ছাত্রী ।
জন্মের পরে মায়ের কাছে
প্রথম শিক্ষা শুরু
শিক্ষক হলেন মায়ের পরে
আর এক অন্য গুরু ।
শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার
মহান কাজে রত ,
তাঁর সাথে দেখা হলে
হয় যে মাথা নত ।।

নীতিশ ধাড়া, দ্বিতীয় বর্ষ

মা

তুমি আমার মা
তুমিই আমার গুরু।
তোমার মনের মতো
করবো জীবন শুরু।
তুমি নয়নের মণি
তুমিই আমার প্রান
তোমার তুলনা তুমিই
ঈশ্বরের পরেই তোমার স্থান।
তুমি আমার মমতা
তুমি আমার ক্ষমতা
তুমি আমার নিরাপত্তা
তুমি আমার নিশ্চয়তা
তুমি আমার আশা
তুমি আমার ভরসা
তুমি আমার ভালোবাসা
তুমি আমার মা।।

কোয়েল সামন্ত, প্রথম বর্ষ

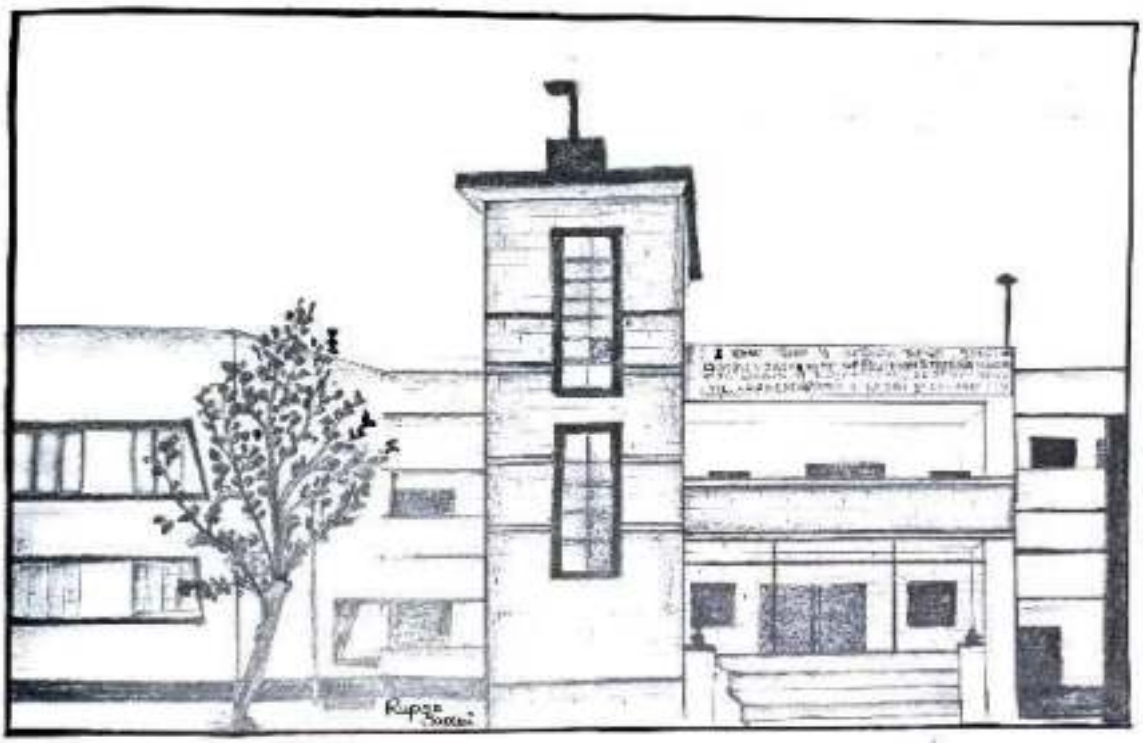

রূপসা সামুই, প্রথম বর্ষ

আমাদের ডায়েট হুগলী

প্রথম দিন ট্রেনে করে যখন এসেছিলাম এইখানে,
অনেক বন্ধু , অনেক স্যার ম্যাম কাছে নিয়ে ছিলেন টেনে।
প্রথম প্রথম কলেজের ক্লাসে মন চাইতো না থাকতে,
সেই সমস্যা দূর করতে পল্লব বাবু শেখালেন আঁকতে।
আমাদের ক্লাসে সুপ্রিয়া ম্যাম নেন আমাদের বাংলা,
ইংরেজি নিয়ে ঈশানী ম্যাম ঢোকেন একলা।
কোনো কোনো দিন অভিষেক বাবুর মনোরম পরিবেশ,
গানের ক্লাসে দেবত্রা ম্যামের সাথে জমে ওঠে বেশ।
কোনো কোনো দিন অংক নিয়ে বিপ্লব বাবু থেকে যান সারাবেলা,
দুপুর হলেই সরিৎউল্লা বাবুর থেকে শিখে নিই যত খেলা।
এখন আমরা সকলে মিলে পড়ছি ফার্স্ট ইয়ার,
চাইল্ড স্টাডি নিয়ে ঝুমা ম্যাম ও শুভেন্দু স্যার কাটালেন আমাদের ফিয়ার ।
মনে পড়ে যায় ব্রতচারীর সেই না জানা কত কথা,
এখন সে সব স্মৃতি দিচ্ছে কেবল ব্যাথা।
এর পরেতে সরস্বতী পূজায় উঠল মেতে মন,
স্যার ম্যামেরা সবাই মিলে আনন্দ সারাক্ষণ।
অনেক শিক্ষা অনেক দীক্ষা পাচ্ছি এইখানে
আজ আমরা সকলে মিলেছি ডায়েট প্রাঙ্গণে ।।

পৌষালী চক্রবর্ত্তী, প্রথম বর্ষ

পরীক্ষা

পরীক্ষা যে মাথার উপর
কি যে এখন করি
সারাটা বছর ফাঁকি দিয়ে
ভাবছি কোনটা আগে পড়ি ।
চাইল্ড স্টাডি পড়ি আগে
ওটা যে বড়ো বিচ্ছু
বাংলায় মোর ত্রিশ পাওয়া
নয়তো এমন কিছু।
অংকে যদি তিনটি অংক
রাইট আমার যায়
নতুন ক্লাসে উঠতে আমায়
আর কে আটকায়।
ওরে বাবা ইংরেজীটাও
আছে এখনও বাকি
সারাদিনটা শুধুই আমি
ভগবানকেই ডাকি।।

তিয়াসা ধাড়া, দ্বিতীয় বর্ষ

আর ভবে-না !!

এক ভাবত নেতাজী, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি
দেশের জন্য সবের জন্য,
আর ভাবি আমরা
কই আর কেউ তো ভাবে না !
তোমরা যখন ছুটির বেড়ানোতে মত্ত
তখন আমাদের কাজ শুরু।
তোমরা যখন আনন্দের অনুষ্ঠানে,
আমাদের কাজের মধ্যাহ্ন।
তোমাদের যখন চোখ বোজে
আমাদের শেষ আর নতুন শুরু ।।

রোজ সকালের নতুন সূর্য
নতুন আলো তোমরা দেখ না ?
আমরা আনি
তোমরা দেখ না নতুন দিনের নতুন রূপ,
কেন মিথ্যা বলো ?
লজ্জা পেও না !
আমরাই আনি ।।
ভয় আসে না তোমাদের মনে ?

তোমাদের ঐ ভবিষ্যতে !
একটুও কি ভাবতে ইচ্ছা যায় না,
এই নতুন সকালটাকে নিয়ে,
নতুন আলো গায়ে মাখতে,
নতুন উষ্ণতায় মিশতে ?

ওরা নিজেদের শেষ করে
দিয়ে গেছে স্বাধীনতা।
আর আমরা সেই দিনে,
গান বাজিয়ে পার্টি,
বেড়াতে বা পিকনিকে।
৩৬৫ এর একটাই দিন!
বাকি গুলো বাদ-ই থাক!!

নতুন সুর কানে আনতে
ইচ্ছা যায় না তোমাদের ?
হই-চই, চীৎকার, চেচামেচি
ওটা কেন হলো,
ওটা ঠিক হলো না,
এই সুরটা সয়ে গেছে ।।

নতুন সাজে সাজতে
ইচ্ছা যায় না তোমাদের?
ফুল না হলেও,
স্বার্থের হাসিটা ঝেড়ে ফেলে
আন্তরিক ভালোবাসার সাথেও চলে।
ওরা ভেবেছিল দেশের জন্য
আর আমরা!!

নতুন ভাবে ভাবতে,
কেন ভয় পাও এই, ভাবতেও?
মন খুলে হাসির ভয়,
কষ্টে কান্নার ভয়,
দয়ার ভয়, করুনা,
হিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা,
ধ্বংসের ভয়
ভয় আর ভাবতেও ভয়,
ওরা ভেবেছিল !!

পল্লব জানা,অতিথি শিক্ষক,ডায়েট হুগলী

আজ নয় কাল, কাল নয় আজ

একটি গ্রাম ছিল, গ্রামের নাম পলাশপুর। সেই গ্রামে অনেক মানুষের বাস, তাদের মধ্যে একটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে থাকত রাজা নামে একটি ছেলে ও তার বাবা মা, সেই ছেলেটি সেই গ্রামেরই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেনির ছাত্র। রাজা খুব দুষ্টু ছিল, সে বিদ্যালয়ে যাওয়ার নাম করে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াত, লোকের বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ত, কারোর বাগানে ফুল ছিঁড়ত, ফল পেড়ে খেত। গ্রামের লোকেরা তার বাবাকে নালিশ করত, তার বাবা তাকে মারত, বকত, কিন্তু রাজা কিছুতেই তার বাবার কোনো কথা শুনতো না। এই রকম ভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকার ফলে এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছল যে একদিন রাজাকে তার বাবা প্রচন্ড মারল এবং তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। রাজা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রমের শেষে একটি পোড়ো মন্দিরে গিয়ে বসে রইল এবং কাঁদতে থাকল। একসময় কাঁদতে কাঁদতে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই মন্দিরে থাকেন এক সাধু বাবা, তিনি ভিক্ষা করে তার জীবন চালান, সন্ধ্যা বেলা তিনি ভিক্ষা করে ফিরে এসে দেখেন যে একটা ছোট্ট শিশু ঘুমাচ্ছে। তখন তিনি শিশুটিকে ডাকলেন এবং তার এখানে আসার পুরো ঘটনাটি শুনলেন, তারপর রাত হয়ে যাওয়ায় সাধুবাবার ভিক্ষা করা চাল সিদ্ধ করে ভাত বানিয়ে সাধুবাবা ও রাজা দুজনে মিলে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অন্য দিকে, রাজার মা বাবা ছেলের খোঁজে সারা গ্রাম ঘুরে ছেলেকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে বাড়ি ফিরে যায়। পরের দিন সকালে, সাধু বাবা ও রাজা ঘুম থেকে উঠল, সাধুবাবা রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'রাজা, তুমি এমন কাজ কর কেন? পড়াশুনা করতে তোমার ভালো লাগে না?' তার উত্তরে রাজা বলে - ' আমার পড়াশুনা করতে একটুও ভালো লাগে না, আমি যখন অন্যদের গাছের ফল চুরি করি, লোকের বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ি তখন আমার খুব ভালো লাগে আর ইস্কুলে যেতে আমার ভালো লাগে না।' এই শুনে সাধুবাবা বললেন- 'এগুলি খুব খারাপ কাজ, তোমায় আমি উপদেশ দিই শোন, যখন তুমি কোন খারাপ কাজ করতে যাবে তখন ভাববে এটা আমি কাল করব, আর যখন কোন ভালো কাজ থাকবে তখনই চেষ্টা করবে সেটা করার।'

এদিকে সকালে রাজার বাবা মা রাজাকে খুঁজতে খুঁজতে সেই পোড়ো মন্দিরে আসে এবং রাজাকে দেখতে পায়, তখন রাজার বাবা মা সাধুবাবার কাছে সব শুনে সাধুবাবাকে প্রনাম জানিয়ে রাজাকে বাড়ি নিয়ে যায়। বাড়ি গিয়ে রাজা খুব শান্ত হয়ে যায়। রাজা সাধুবাবার উপদেশ মনে রেখেছিল, তাই যখনই সে খারাপ কাজ করার কথা ভাবত তখনই ভাবে এটা কাল করব এখন একটু পড়ে নিই। আবার পরের দিন খারাপ কাজ করার কথা মনে পড়লে সেটা কাল করব ভেবে অন্য ভালো কাজ করতে থাকে যেমন পড়াশুনা, বাড়ির বিভিন্ন কাজ ইত্যাদি। এইভাবে চলতে চলতে একদিন রাজা মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠল।।

পৌলমী সার,প্রথম বর্ষ

জীবন নদী

আমার যদি বাড়ি হত ছোট্ট নদীর তীরে
প্রতিদিনই হারিয়ে যেতাম হাজার ঢেউয়ের ভিড়ে।
ছোট্ট হাঁসের ভেসে যাওয়া মাছরাঙাদের ডাকে
জলের মাঝে খুঁজতে যেতাম নীল ঐ আকাশটাকে।
মাঝে মাঝে চলে যেতাম ছোট্ট নদীর বাঁকে
গাছ যেখানে যত্ন করে জলকে ঘিরে থাকে।
ছোট্ট নদীর কলধ্বনি ভরাতো মোর মন
মন চাইত বসেই থাকি সেথায় সর্ব্বক্ষণ।
পল্লীবধূ লাল শাড়ীতে কলসি কাঁখে নিয়ে
হাঁসি ঠাট্টায় ভরত প্রান জল আনতে গিয়ে।
মাছেদের ছটফটানি মাঝির যাওয়া আসা
জলের ঢেউয়ে যেত দেখা পদ্মকলির হাসা।
বলতে পারো এমন নদী কোথায় আমি পাবো
যদি কেউ বলতে পারো সেথায় আমি যাবো।
মনের যত তৃষ্ণা আছে মিটিয়ে নিতাম আমি
তৃষ্ণা মানে একটু জল সব চাইতে দামী।।

তানিয়া দাস, প্রথম বর্ষ

শুভ্রা পাত্র, প্রথম বর্ষ

পুরুলিয়া ভ্রমনের অভিজ্ঞতা

আমি ছিলাম একজন ভূগোল অনার্সের ছাত্রী। তাই আমার কাছে সিলেবাসের অন্তর্গত Excursion বিষয়টি ছিল খুবই আনন্দের। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে পড়াকালীন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে গেলাম পুরুলিয়া। এই ছিল বন্ধুদের সাথে প্রথম বাইরে ঘুরতে যাওয়া। প্রথমে আমাদের প্ল্যান হয় সিমলা, টানা ১১ দিনের। কিন্তু বিশেষ কিছু কারন বসত সেই পরিকল্পনা বদলে ঠিক হয় যাওয়া হবে পুরুলিয়া। যেখানে ভেবেছিলাম সিমলা যাব, জীবনে প্রথম বরফ দেখতে পাব, সেখান থেকে পুরুলিয়া তাও আবার গাড়ীতে শুনে খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা পুরুলিয়া যাই। আনন্দের সাথে সাথে একটু ভয়ও লাগছিল কারন প্রথম বার বাবা মাকে ছেড়ে ঘুরতে যাওয়া। ৩রা ডিসেম্বর ২০১৯ রাত ৮টা নাগাদ আমরা সকলে রওনা দিই পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে গাড়ীতে উঠেই কিছুক্ষণ পর থেকেই আমরা আড্ডা দিই হই-হুল্লোড় করতে করতে প্রায় রাত ১টা কিন্তু কারোর চোখে ঘুম নেই। ভোর সাড়ে ৩টে নাগাদ আমরা পুরুলিয়া পৌঁছে যাই। ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত কাছের একটা ধাবাতে আমরা অপেক্ষা করি। ভোরে আলো ফুটতেই আমরা রওনা দিই পাখি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। ভেবেছিলাম পাহাড়টা হয়তো পাখির মতো দেখতে কিন্তু না অত বড় পাহাড়ে পাখি আঁকা, যেন কোনো শিল্পী এঁকেছেন কিন্তু না বৃষ্টির জলে পাহাড়ের গায়ে পাখির আকৃতি হয়েছে। তারপর হোটেলে গিয়ে সকালের খাবার খেয়ে বেড়িয়ে পরলাম সার্ভের কাজে। এটা ছিল একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম অভিজ্ঞতা সব কাজ সেরে সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধুরা মিলে জমিয়ে আড্ডা দিলাম। পরের দিন রওনা দিলাম আপার ড্যাম, লোয়ার ড্যাম, খয়রাবেড়া ড্যাম, তুর্গা ড্যাম, মার্বেল লেক বামনি ঝর্ণা দেখার উদ্দেশ্যে। আপার ড্যামে যাওয়ার পথটি এত সুন্দর ছিল এবং ড্যাম ও ড্যামের চারপাশের পরিবেশ এত সুন্দর ছিল তা বর্ণনার অতীত। খয়রাবেড়া ড্যামের সৌন্দর্য দেখে মনে হচ্ছে আমরা যেন কাশ্মীর চলে এসেছি। হোটেলে ফিরে দ্বিপ্রাহরিক

আহার সেরে বেড়িয়ে পড়লাম মুখোশ গ্রামের উদ্দেশ্যে। ছৌ নাচের সমস্ত মুখোশ এই গ্রামেই তৈরি হয়। তারপর হোটেলে ফিরে সন্ধ্যায় Bonfire এর আয়োজন করা হল এবং জমিয়ে আড্ডা, নাচ, স্যারের গান । ভ্রমন শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে দূরত্ব তা কমিয়ে দেয়। স্যারেরা বন্ধুর মতো হয়ে যান। অনেক আনন্দ করার পর শেষে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে গেলাম ঠিকই কিন্তু সে ঘুম কি আর হয়! সারারাত রুমমেটদের সাথে চলল হুল্লোড়। পরের দিন আমাদের গন্তব্য ছিল জয়চন্ডী পাহাড় ট্রেকিং এবং গড়পঞ্চকোট ও বড়ন্তী ভ্রমন। জয়চন্ডী পাহাড় ট্রেক করা ছিল আমার কাছে আতঙ্কের, কারন আমি বরাবরই খুব ভীতু প্রকৃতির এবং Hightphobia ছিল খুবই বেশি। যখন পাহাড়ের শীর্ষে উঠলাম এবং চারপাশে গ্রামগুলো এবং সবুজ প্রকৃতি দেখলাম ভয় অনেকটা দূর হয়ে গেলো। তারপর সেখানেই দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে যখন বড়ন্তির উদ্দেশ্যে রওনা দিই আমাদের ড্রাইভার কাকু রাস্তা ভুল করেন। ভাবলাম তখন বড়ন্তির সূর্যাস্তের সৌন্দর্য হয়ত আমাদের আর দেখা হবে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন আমরা বড়ন্তি পৌছালাম সূর্যাস্ত যে এত অপরূপ হতে পারে চারপাশে লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। লেকের ধারে বসে সকলে সূর্যাস্তের সৌন্দর্য অনুভব করেছি এবং সাথে গত তিন দিনের স্মৃতিচারণ করেছিলাম কারন এবার বাড়ি ফেরার পালা। বহু স্মৃতি এবং একরাশ দুঃখ নিয়ে এবার বাড়ি ফিরতে হবে। কেমন করে কোথা দিয়ে যে চারটি দিন কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। এখন ২০২৩ আজও ২০১৯ সালের সেই ভ্রমন অভিজ্ঞতা ভুলতে পারিনি। আবার যেতে চাই প্রকৃতির কোলে , পুরুলিয়ায় ।।

মৌনতা ভৌমিক, প্রথম বর্ষ

<u>নৃত্যে ও আবেগে</u>

কলমে - স্বপ্নালী ঘোষাল

নৃত্যে মম চিত্ত রবে
মৃত্যু তাহার নাই
হৃদয় মম ব্যাকুল তব
তোমার বিরহে তাই।
অসীম ছন্দ তব বেজে ওঠে শুনি
সেই বুঝি ঘুঙুর বা নূপুরের ধ্বনি!
বাদ্য,বীনা, যন্ত্র-তন্ত্র সব আছে আজ
তবে কী নেই যার জন্য থেমে আছে নাচ?
তার নাম নাকি কত্থক,
ক.....ত্থ.....ক।
ধা ধিন ধিন ধা
থেকে শুরু
গনেশ আর রুদ্রে
শেষ কোথা জানি না নৃত্য এ সমুদ্রে।
মেঘ গর্জনে হৃদয় যখন ময়ূরের ন্যায় নৃত্য করে
কবি তখন গেয়ে ওঠে- :''হৃদয় আমার নাচিরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।''
নৃত্য তুমি নৃত্য ওগো
আছো হৃদয় জুড়ে,
তোমা বিনা পূর্ণ,
বলো করে কে আমারে ?

NCC CAMP -এর দিনগুলি

দিনটি ছিল ১০ ঐ জুলাই মঙ্গলবার জীবনে চলার পথে এক নতুন অন্যরকম ভ্রমনের অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হলাম। আমি একজন NCC CDT, চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি লক্ষ্যের পথে। হঠাৎ জানতে পারলাম ১০ দিনের জন্য যেতে হবে পরিবার ছেড়ে NCC CAMP। আমাদের স্কুল থেকে আমদের ট্রেনার স্যার ১০ জনকে নির্বাচিত করেছেন। আমাদের গন্তব্য স্থান হল পানাগড়। প্রথমে একটু ভয় তারপর একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়ে পরলাম বন্ধুদের সাথে। যথা সময়ে পৌছালাম পানাগড় স্টেশন। তারপর Camping spot থেকে একটি ট্রাক আমাদের আনতে এল, আমরা ঐ ট্রাকে করে সোজা Camping spot পৌছে গেলাম আমাদের জিনিস পত্র নিয়ে। এরপর শুরু হল জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতার সূচনা পর্ব। ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম। ভাবিনি কখনো যে বাইরের জগৎটা এতটা কঠিন হতে পারে। যথারীতি ভোর ভোর উঠে ফ্রেস হয়ে জগিং করতে যাওয়া, তারপর ৮ টার সময় রুমে ফিরে অল্পকিছু খেয়ে আবার বেরিয়ে পরতাম ক্লাসের জন্য। নির্ধারিত সময়েই আমাদের ক্লাস শুরু হত। সাধারনত ওখানে আমাদের ক্লাস গুলি নিতেন ভারতীয় সৈনিকরা। তাই আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে প্রতিটি ক্লাস করতাম। তারপর দুপুর ১ টায় ক্লাস শেষ করে দুপুরের আহারের জন্য প্রস্তুত হতাম আমরা। LUNCH এর পর ড্রিল পিরিয়ডের জন্য প্রস্তুত হই আমরা। ৪ টে ৪৫ মিনিটে আমাদের ড্রিল ক্লাস সমাপ্ত হয় এবং আমরা সারিবদ্ধ ভাবে রুমে ফেরত আসি। এরপর ফ্রেস হয়ে কিছু খেয়ে আমাদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হত খেলাধুলা করার জন্য। দিনগুলি কষ্টকর হলেও আমরা ভবিষ্যত লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে দিনগুলি কাটিয়ে ছিলাম। আর ঠিক এই ভাবেই দিনগুলি কাটতে থাকল। এরপর একদিন আমরা GUN SPOT এ গেলাম ফায়ার এর জন্য। রীতিমতো ভয় হচ্ছিল কিন্তু মনে সাহস নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে ০.২২ রাইফেল দিয়ে গুলি করলাম। প্রতিটি গুলিই লক্ষ্য ভেদ করে। আর এভাবে দেখতে দেখতে জীবনের ১০ টা দিন দেশের সৈনিকদের সাথে....., এ এক অন্য স্বাদের ভ্রমন এক আলাদা অনুভুতি যা আমার স্মৃতিপটে চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। অবশেষে এল ফেরার পালা ২০শে জুলাই। জানিনা জায়গাটার প্রতি কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। সবুজ গাছপালায় ঘেরা পানাগড়ের ঐ CAMPING SPOT টা ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল। পরিবার ছেড়ে সেই প্রথম কোথাও একা থাকার অভিজ্ঞতা হল আমার। একটু কষ্টকর হলেও ভারতীয় সৈনিকদের সাথে কাটানো ঐ দিনগুলি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন বলে মনে করি। তারপর আমরা বাড়ি ফিরে এলাম ট্রেনে করে। ওই দিন গুলির অভিজ্ঞতা আজীবন আমার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।।

নিশা পোল্লে, প্রথম বর্ষ

বন্ধুত্ব কাহারে কহে ?

বন্ধুত্ব মিষ্টি নেশা
যায় না একে ছাড়া,
বন্ধুত্ব হাওয়ায় ভাসে
যায় না একে ধরা।।
বন্ধুত্ব একটি গল্পের বই
ভালো লাগে একে পড়তে,
গড়তে লাগে হাজার দিন
নষ্ট হয় সে মুহূর্তে।।
জীবন সমুদ্রে ভাসছি আমি
বন্ধুর হাত ধরে,
আদর করে রাখছি তাদের
আমার প্রানের পরে।।

বন্ধু যতই থাকনা দূরে
হয় না তাতে কিছু
বন্ধুত্বের স্নেহের বাঁধন,
টানছে মোদের পিছু।।
একটুখানি হারিয়ে গিয়ে
একটুখানি পাওয়া,
এরই মাঝে চলতে থাকে
খুশির আশা যাওয়া।।
কিছু স্মৃতি ভুলে গিয়ে
নতুন স্মৃতির রোপন,
তাল মিলিয়ে চলব আমি
বন্ধুর সাথে জীবন।।

ইন্দ্রজিৎ পাল, প্রথম বর্ষ

পুজো

পুজো মানেই পাড়ায় পাড়ায়
সবাই ছুটোছুটি
পুজো মানেই আনন্দেতে
খাওয়া লুটোপুটি।।
পুজো মানেই সারাটা দিন
আনন্দেতে ঘোরা
পুজো মানেই সবার হৃদয়
খুশির হাওয়ায় ভরা।।
পুজো মানেই নীল আকাশ
মেঘের খেলা শুরু
পুজো মানেই কাশের বনে
বাতাস দুরু দুরু।।
পুজো মানেই উঠবে ভরে
সানাই এর সুরে সুরে
পুজো মানেই পরস্পরের
থাকা যে হৃদয় জুড়ে।।

সুচেতা চৌধুরী, প্রথম বর্ষ

নারী
(আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে)

নারী শব্দটাই যেন বড় তুচ্ছ, ঘৃণা প্রবন। জন্ম থেকে মৃত্যু- এই সংঘর্ষ পূর্ণ যাত্রায় তাকে বারবার পদপৃষ্ঠ হতে হয়। বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনে। তার অপরিমিত মমতায় কখনও সে 'সন্তান', কখনও 'ছাত্রী', কখনও 'স্ত্রী',কখনও বা 'মা'। কজনই বা মর্যাদা দেয় তার এই মমতার। আজকের এই যুগে পদার্পণ করেও সমাজের লালসার শিকার সে। ভারতবর্ষ সোনার দেশ- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়ের দেশ। তাদের ছবিতে মালা প্রদান করে বিনম্র হতে আমরা শিখেছি ঠিকই, শুধু তাদের দেওয়া শিক্ষার ব্যবহারই নিজেদের জীবন থেকে মুছে ফেলেছি। এই ভারতবর্ষ সেই প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই এর দেশ- সেখানকার নারীরা আজও কন্যা ভ্রুণ হত্যা, পণপ্রথা, শ্লীলতাহানীর মতো দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। আজকের দিনেও আমাদের ঘরে কোন কন্যা সন্তানের জন্ম হলে, মনে হয় বুঝি বংশে বাতি দেওয়ার মতো কেউ থাকল না। ঘৃণিত, নির্যাতিত হতে হয় সেই কন্যা সন্তান জন্মদানকারী নারীকেও। আবার সেই আমরাই রাস্তায় রাস্তায় মোম বাতি জ্বালিয়ে, হোর্ডিং টাঙিয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাই।

আমাদের দেশ ভারতমাতা-আমরা ভক্তিভরে যে মা দুর্গার আরাধনা করি, তিনি স্বয়ং নারীশক্তি, যে মায়ের মমতার স্পর্শে আমরা লালিত পালিত হই, তিনিও তো নারী, যে বোন আমাদের রাখি পরিয়ে, ফোঁটা দিয়ে আমাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে, সেও নারী অথচ আমরাই নারীকে অপমান করি, ঘৃণা করি।

বর্তমান ব্যস্ততাময় আমাদের এই সভ্যজগৎ কখনও এক মূহুর্ত ভাবে না যে, নারী না থাকলে জীবের অস্তিত্বই ধ্বংস হয়ে যাবে। যে দিন আমরা নারীকে পুরুষের সম মর্যাদা দিয়ে সম্মানের সাথে গ্রহন করতে পারব সেই দিনই আমরা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারব।।

সুস্মিতা ঘোষ, প্রথম বর্ষ

মুর্শিদাবাদ ভ্রমনের অভিজ্ঞতা

''বিশ্ব ভুবন মনমোহন বলে কাছে আয় চার দেওয়ালের গন্ডি ছেড়ে তাইতো ছুটে যায়।''অনেক অনেক দূরে ভ্রমনে যেতে আমাদের সকলের ইচ্ছা করে। তারই মধ্যে একটি ঐতিহাসিক স্থান হল মুর্শিদাবাদ, যেখানে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভ্রমন মানে হল অচেনাকে চেনা এবংঅজানাকে জানা।

সময়টা ছিল ২০ শে মার্চ ২০১৮ সাল তখন আমি বেশ ছোট ছিলাম। আমি সেই দিন সকালে স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে সকাল ৭ টার সময় বাবার সাথে আমাদের স্কুলে অর্থাৎ পাঁজি পুকুর শ্রীমতি তুলসী দেবী স্মৃতি বিদ্যাপীঠ এ আমরা ২৭ জন বন্ধু-বান্ধবী ও ৮ জন স্যার ম্যাম উপস্থিত হয়েছিলাম। তারপর সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটে বাস আসে। আমরা সেই বাসে চেপে আর একটি স্কুলে যাই। সেই স্কুলটির নাম হল সুলতান গাছি হাইস্কুল। সেই স্কুল থেকে ২৭ জন ছেলেমেয়ে এবং ৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা ও রাঁধুনিরা বাসে উঠেছিল। খাবার জিনিস পত্র নেওয়া হয়েছিল। তারপর যাত্রা শুরু হয়। তারপর দুপুর ১ টার সময় একটি মাঠের কাছে বাস দাঁড়ায়, সেখানে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করে আবার রওনা হই। অবশেষে সন্ধ্যা ৮.৩০ মিনিটে মুর্শিদাবাদ পৌঁছালাম। লালবাগ যুব আবাস নামে একটি হোটেলে প্রবেশ করি। সেই দিনকার মতো খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ি।

পরের দিন আমরা সকলে তৈরি হয়ে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে বেড়াতে যাই।

''কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হরিয়ে কোন বনে যাই''

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারির ছবিটা চোখের সামনে বইয়ের পাতা থেকে উঠে যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দৃশ্য ভোলার নয়। সামনে সবুজে ঘেরা ঘাস, মৃদুমন্দ বাতাসে দোলা দিচ্ছে। এরপর আমরা হাজারদুয়ারিতে প্রবেশ করি। ওখানে আমরা দেখি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং তার বংশধরদের ছবি, যুদ্ধের কামান,

বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, গুলি, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, দৈনিক ব্যবহারকারী জিনিসপত্র, চেয়ার, হাতির দাঁতের জিনিসপত্র। আর একটি বিশেষ আকর্ষণ হল ওখানে ১০০০ টি ঘর ছিল কিন্তু ঐ হাজারটি ঘরের মধ্যে সকল দরজা গুলি আসল ছিল না, কিছু নকল দরজা ছিল।

তারপর আমরা জাহানকোষা কামান দেখলাম। আমরা গেলাম ইমামবারা ও ঘড়িঘর যদিও ঘড়ি অচল। সেখানথেকে গেলাম কাটরা মসজিদ সেখানে রয়েছে মিরজাফরের সমাধিস্থল। তারপর আমরা গেলাম সিরাজউদ্দৌলার বাগানবাড়ি। সেখানে রং-বেরং এর গোলাপ দেখেছিলাম। তারপর সিরাজউদ্দৌলা যেস্থানে স্নান করতেন, বিচার করতেন সেই জায়গা গুলি দেখেছিলাম।

এরপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা চললাম বিকেলে সুসজ্জিত মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত পার্ক মতিঝিল। তার অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সেই অসংখ্য স্মৃতি আজও আমার মনে গেঁথে আছে।

মুর্শিদাবাদের রূপ, বৈচিত্র এবং নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী কত সুন্দর তা সেখানে না গেলে কখনও বুঝতে পারতাম না। তার পরের দিন বাড়ি ফেরার জন্য যাত্রা করি অবশেষে বিকাল ৪ টে ৪০ মিনিটে বাড়ি ফিরেছিলাম।

অর্পিতা সাঁতরা, প্রথম বর্ষ

পুরোনো রাজবাড়ি পরিদশর্নের অভিজ্ঞতা

পুরোনো বাড়িতে ঘুরতে যেতে কার না ভালো লাগে। আমারও খুব ভালো লাগে। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি একটা রাজবাড়ি আছে। তার নাম চকদিঘি রাজবাড়ি।খুব পুরোনো ছিল, কিন্তু শুনলাম নাকি ওখানে সিনেমা শুটিং এর জন্য নতুন সংস্করণ করা হয়েছে। ধ্রুব ব্যানার্জীর পরিচলনায় দিপক অধিকারী অভিনীত ‘গোলন্দাজ’ সিনেমাটি চকদিঘি রাজবাড়িতে শুটিং হয়েছে। তাই ঘুরতে যেতে ইচ্ছে হল ওখানে। আমি আর আমার বন্ধু রাই বাড়িতে না জানিয়ে ঘুরতে গেলাম। তাও আবার দুপুর বেলায়। রাজবাড়ি প্রবেশের প্রথমেই দেখতে পেলাম সিংহ দুয়ার যা অনেকটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত। দুটি বড়ো থামের উপর যে দুটি সিংহ থাকে তারাও অনেকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত। সিংহদুয়ার থেকে একটি রাস্তা গিয়ে ঠেকেছে রাজবাড়ির সামনে। পাশে আম, পেয়ারা গাছ সারি দিয়ে আছে। রাজবাড়ির পাশে বড়ো আমবাগানও আছে। শুনেছি রাজবাড়ির বংশধররা কলকাতায় থাকে।কোনো অনুষ্ঠান হলে তারা আসে।সচরাচর আসে না। স্থানীয় কিছু বাসিন্দা রাজবাড়িটির দেখাশোনা করে। এবার আমরা রাজবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাইরেটা যতই সেকেলের হোক না কেন ভিতরটা সুন্দর। রাই আর আমি প্রত্যেকটা ঘর ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। পুরোনো দিনের ঐতিহ্য সংস্কৃতি আমাকে মুগ্ধ করছিল। সঙ্গে যে বৃদ্ধ দাদু রাজবাড়ি দেখাশোনা করেন তিনিও আমাদের সাথে ছিলেন। হঠাৎ কি একটা দরকারে তিনি আমাদের থেকে দূরে গেলেন। আমি একটা একটা জিনিসের উপরে হাত দিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎই রাই বলল যে বৃদ্ধ দাদুটি আমাদের সাথে ছিলেন, তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। আমরা ভাবলাম হয়তো কোন জরুরি কাজ আছে সময় লাগবে। কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙল কিছুক্ষণ পর। রাজবাড়ির বৈঠক খানায় একটি বড়ো ছবি টাঙানো আছে। সেখানে রাজবাড়ির সদস্য ছাড়াও আরও এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন সেই বৃদ্ধ দাদু যিনি রাজবাড়ি পরিদর্শন করাচ্ছিলেন। আমি আর রাই চমকে উঠলাম আর ভয়ও পেলাম। কোনোরকমে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলাম।।

পূজা মালিক, প্রথম বর্ষ

আমার শহর তোমার শহর

আমার শহর বৃষ্টি ঝরায়
তোমার শহর মেঘে ঢাকা
আমার শহর সোজা-সাপটা
তোমার শহর আঁকাবাঁকা।
তোমার শহর সন্ধ্যাবেলায়
দাঁড়ায় এসে পথের ধারে
মোর শহরে সন্ধ্যাবেলায়
ছাতিম ফুলের সুবাস ধরে।
আমার শহর গভীর রাতে
পূর্নিমা চাঁদ ঝরায় আলো
তোমার শহর গভীর রাতে
ভরিয়ে রাখে নিয়ন আলো।
আমার শহর ওড়ায় পাখি
আমার শহর বড্ড সাদা
তোমার শহর শেকল পরা
তোমার শহর গোলোকধাঁধা।।

সুমনা পন্ডিত, প্রথম বর্ষ

পুষ্প

পুষ্প তুমি কত সুন্দর
সুন্দর তব রূপ
ছড়িয়ে দিয়েছ স্নিগ্ধ সুবাস
অভিনব অপরূপ।
কখনও দিয়েছ কবিতার ভাষা,
কবিও নীরবে মিটিয়েছে আশা।
আবার কখনও দেবতার পায়ে,
নিজেকে দিয়েছ বিলায়ে।
আবার কখনও জন্মদিনে,
কখনও বা মৃত্যু শয্যায়।
তব প্রয়োজন জীবনে মরনে,
তোমার স্থান সকলের মনে।
মানুষ কেবল স্বার্থের দাস
তাই চাই না আর মানব জীবন
আমি চাই পেতে জীবন এমন
যে অপরের স্বার্থে বিলাবে প্রান,
বিলাবে সুরভি রতন।।

রীতা মন্ডল, প্রথম বর্ষ

অভ্র চক্রবর্ত্তী, চতুর্থ শ্রেনী, (পিতা-সৌরভ চক্রবর্ত্তী)

প্রতিজ্ঞা

প্রকৃতির সৌন্দর্য কে রক্ষা কর
বন্ধ করো বৃক্ষ ছেদন,
ভবিষ্যত প্রজন্মকে দাও এক
সুন্দর, নিশ্চিন্ত জীবন।
'বনসৃজন', 'বন সংরক্ষণ' শুধুমাত্র
বেঁধে রেখোনা কথায়,
প্রকৃতি আমাদের প্রচুর দিয়েছে
প্রকৃতিই যে প্রান বাঁচায়।
আজ চারিদিকে গড়ে উঠেছে
যত সুশোভন বহুতল
বিনিময়ে তার দিয়েছে কতশত মহীরুহ প্রান,
ভরাট হল, শুকিয়ে গেল কত-না পুষ্করিনীর জল।
এত অনাচার, এত অবিচার
প্রকৃতি আজ হয়েছে রুষ্ট,
নানা মহামারী গ্রাসে আমাদের
জীবন রবে না অবশিষ্ট।
এসো সকলে মিলে হাতে হাত রেখে
একসাথে করি অঙ্গীকার,
সুন্দর প্রকৃতিকে রক্ষা করবো
গাছ লাগাবো হাজার হাজার।।

শাহানারা খাতুন, প্রথম বর্ষ

শান্তিময় শান্তিনিকেতন

ভ্রমন মানেই আমার কাছে একটা বাড়তি আনন্দ। মনে আনে অনাবিল সুখ, তার সাথে প্রকৃতিকে উপভোগ করার সুযোগ। ভ্রমনের আনন্দ বরাবরই আমি উপভোগ করে থাকি। সেটা যদি হয় শিক্ষা সংক্রান্ত তবে সে আনন্দ বয়ে আনে এক বাড়তি সংযোজন। প্রতি বছর দু একবার হলেও বেড়িয়ে পড়ি ভ্রমন পিয়াসী মনের খোরাক জোগানোর জন্য।

শীত যখন সারা রাজ্যকে জড়িয়ে ধরেছে, ডিসেম্বরের শেষে নতুন বছরের আগমনে এই সময় বেরিয়ে পড়লাম শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যে। শেওড়াফুলি থেকে সকাল ৬.৩০মিনিটে গনদেবতা এক্সপ্রেসে উঠে জানালার পাশে সিটে বসে বসে ভাবতে লাগলাম কেন লাগবে ঝরে পড়া শিশিরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা, বকুলবীথি, আম্রকুঞ্জ, ঘন্টাতলা, সোনাঝুরির হাট অন্য এক জগৎ। এই সব ভাবতে ভাবতে সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ বোলপুর স্টেশনে এসে পৌছালাম। অটো করে ১৫ মিনিট যেতেই পৌছে গেলাম কবি গুরুর চরনে। হাঁটতে হাঁটতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একের পর এক ডিপার্টমেন্ট পার করার পর পৌছালাম শান্তিনিকেতনের মূল 'শান্তিনিকেতন ভবন'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ১৮৬৪ সালে শান্তিনিকেতন ভবনটি তৈরি করেন। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর তিনটি স্ট্রাকচারে বাড়িটি তৈরি করে ছিলেন। ভবনটি একদিক থেকে দেখলে মনে হচ্ছে মন্দির, অন্য দিক থেকে দেখলে মসজিদ, আর এক দিক থেকে দেখলে গির্জা। বাড়িটির উপরের দিকে খোদাই করা আছে 'সত্যাত্ম প্রানারামং মন আনন্দং'- উপনিষদের এই উক্তিটি। ভবনটির সামনে রামকিঙ্কর বেইজ এর নির্মিত একটি মূর্তি ভাস্কর্য আছে, তার নাম অনির্বান শিখা। শান্তিনিকেতনে প্রবেশের সময় দেখলাম বামদিকে উপাসনা গৃহ যাকে কাচমন্দির বলেও সবাই জানে। প্রতি বুধবার ও শনিবার এই গৃহে সবাই একত্রে

প্রার্থনা হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সোমবার গিয়েছিলাম বলে আর প্রার্থনা সভা দেখা হল না। পাশেই ছাতিমতলা, গাইড কাকুদের কাছে শুনলাম ছাতিমতলার ইতিহাস। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই ছাতিমতলায় কিছুক্ষনের গন্য বিশ্রাম করতেন। পুরোনো গাছ দুটি মারা গেছে এখন নতুন গাছ রোপন করা হয়েছে। পৌষমেলার সূচনা হয় এই ছাতিমতলা থেকেই। দেখতে দেখতে আমরা একটা কুটিরের সামনে আসি একটি তাল গাছকে কেন্দ্র করে তৈরি একটা বাড়ি। বাড়িটির ভিতর দিয়ে তালগাছটি দাঁড়িয়ে আছে। এর নাম- তালধ্বজ। এর পর আমরা উত্তরায়ন অংশটি দেখার জন্য গেলাম। পাঁচটি বাড়ি নিয়ে তৈরি হয়েছে উত্তরায়ন। বাড়িগুলির নাম - উদয়ন, কোনার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ ও উদীচী। এই বাড়িগুলি ঢোকার মুখে লেখা আছে কবে কি কারনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িগুলি তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, নোবেল পুরষ্কারের রেপ্লিকা, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি দেখলাম। ফেরার পথে দেখলাম উপাসনা গৃহের পূর্ব দিকে একটা বটগাছে ঘেরা জায়গাটির নাম তিনপাহাড়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইখানে বসে ধ্যান করতেন। শান্তিনিকেতন বাড়ির দক্ষিণ দিকে দেখলাম আমগাছে ঘেরা জায়গাটার নাম আম্রকুঞ্জ। আম্রকুঞ্জের দক্ষিন কোনে একটি দোতলা বাড়ি আছে সেটির নাম হল দেহলি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মৃনালিনী দেবী এইখানে বসবাস করতেন। দেহলির পাশে দেখলাম মৃনালিনী ছাত্রী নিবাস এর মাঝখান দিয়ে লাল মাটির কাঁকড় বিছানো রাস্তা। রাস্তার দুপাশে সারি সারি শালগাছ। এটাই শালবিথী নামে পরিচিত। শালবিথীর মাঝে গৌরপ্রাঙ্গনে বটগাছের নিচে ঘন্টাতলা। এই ঘন্টাধ্বনি অনুসারে ক্লাস হয়।

শান্তিনিকেতনের অন্য এক আকর্ষন সৃজনীশিল্পগ্রাম ও সোনাঝুরির হাট ও কোপাই নদীর পাড়। উত্তরায়ন ক্যাম্পাসের অদূরে শ্রীনিকেতন যাওয়ার পথে পড়বে এই
সৃজনীশিল্পগ্রাম। এখানে দেখলাম পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও সারা ভারতের বিভিন্ন শিল্পের নিদর্শন। এরপর আমরা বিকেলে গেলাম সোনাঝুরির হাট। প্রতি শনিবার এই হাট বসে। ইউক্যালিপটাস ও সোনাঝুরি গাছের জঙ্গলের মধ্যে সব হাতের তৈরী গয়না, শাড়ি,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফটোফ্রেম ইত্যাদি সাজিয়ে বসে বিক্রি করছে বিক্রেতারা। আমার খুবই ভালো লাগলো এই জায়গাটার কিছু ছবি তুলে সন্ধ্যায় আবার ফিরে এলাম হোটেলে। রাতে নৈশভোজ সেরে ঘুমোতে গেলাম। অবশেষে অভিজ্ঞতার ও অনুভূতির ঝুলিকে পূর্ণ করে এবার ফেরার পালা।

কিন্তু শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত সেই পৌষমেলা ও বসন্ত উৎসব দেখার জন্য আমি আবার আসবো এই শান্তিনিকেতনে।।

বিপাশা রুইদাস, প্রথম বর্ষ

DIET

DIET মানেই এক উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান
DIET মানেই আশার আলো
তাই তো আজ মোরা হয়েছি DIET বাসী
হে DIET আমরা তোমাকেই ভালোবাসি ।

কালের নিয়মে নিতে হবে যে বিদায়
তবুও এ বিদায় নিতে মন নাহি চায় ।
কিন্তু নিয়মের বন্ধনে আমরা যে সকলেই আবদ্ধ
তাই বিদায় নিতে আমরা সকলেই বাধ্য ।

স্মৃতিকনায় অমর হয়ে থাকবে DIET এর উজ্জ্বল অস্তিত্ব
আর অমরত্ব পাবে আমাদের চির বন্ধুত্ব ।
তারপর জীবনে আসবে এক নতুন ভোর
শুরু হবে এক নতুন পথে চলা
আর সেই পথের দিশারী হয়ে থাকবে DIET এর মধুর স্মৃতিরা ।।

সানিয়া মল্লিক, দ্বিতীয় বর্ষ

পরিচয় বর্ণপরিচয়েরই

বর্ণপরিচয়ের হাত ধরে
মেটে ছোটদের চাওয়া পাওয়া ।
সময়ের সাথে চলতে গিয়ে
ভুলেছি যে মোরা বাংলার ছোঁয়া !

নতুন শতাব্দীর নতুন রঙে
ফুটেছে ইংরাজীর কলি ।
ভেবে দেখলে বুঝবো সকলে
কতটা আর বাংলা বলি !

যতি চড়ুক ইংরাজীর নেশা
তবুও ভুলনা বর্ণপরিচয়,
বিপদে পড়লে সর্বপ্রথমে
''মা-গো'' শব্দটাই বের হয় ।।

মিলন পাখিড়া, দ্বিতীয় বর্ষ

ছেলেবেলা

ছেলেবেলার নিত্য খেলা
হারিয়েছি সেই কবে
বন্ধু সবে খেলার সাথী
সেভাবেই কি আর রবে?

অতীত হওয়া দিনগুলি আজ
বড্ডমনে পড়ে,
খুঁজবো কোথা স্মৃতির পাতা
একলা কাহার তরে।

আজকে বুঝি শূন্যে খুঁজি
প্রকৃতির খেলাঘর
যান্ত্রিকতায় মনের ব্যথায়
দিনগুলি আজ পর।

এখন যারা কাজের মাঝে
ব্যস্ত সারাদিন
ছেলেবেলায় তারাই ছিল
চনমনে সীমাহীন।

আজকে যাদের ছেলেবেলা
পায়না সময় আর
দিন চলে যায় প্রযুক্তি মাঝে
যান্ত্রিক ভালোবাসায়।।

ইন্দ্রানী সাঁতরা, প্রথম বর্ষ

স্বপ্নের কবি

ম্যাগাজিনে লিখব আমি
অনেক দিনের আশা।
কলম ধরে বসে আছি,
আসেনা আমার ভাষা।
মনে ভাবি আমার দ্বারা
হবে না আর লেখা।
লিখতে গেলে শিখতে হয়,
হয়নি আমার শেখা।
সাত সতেরো ভেবে ছন্ন-ছাড়া লিখি,
লিখি আর কাটি শুধু বসে বসে দেখি।
কেটে কুটে একটা যখন
জমা দেব ভাবি,
ছাপা হলে ভাববো আমি,
এক জবরদস্ত কবি।।

সূর্যতপা বেরা, প্রথম বর্ষ

পূজোর আনন্দ

পূজো মানে কত মজা
নতুন জামা পাওয়া
পূজো মানে রঙ বেরঙের
কাঁচের চুরি নেওয়া
পূজো মানে ছুটির মজা
নতুন করে সেজে ওঠা
পূজো মানে বাড়িতে শুধু
আপনজনের আসা যাওয়া
পূজো মানেই সেজে গুজে
অঞ্জলিটা দেওয়া
পূজো মানে ভোগের প্রসাদ
খাচ্ছি বসে খাসা
পূজো মানে যখন তখন
পেট ঠুসিয়ে খাওয়া
পূজো মানেই দিন রাত্রে
প্যান্ডেলেতে ঘোরা
পূজো মানেই শেষ রাত্রে
বাড়িতে ফেরার পালা
পূজো মানে চারিদিকে
ঢ্যাং-কুরাকুর আওয়াজ
পূজো মানেই শেষ বেলাতে
মন খারাপের পালা।।

সুপ্রিয়া মন্ডল, প্রথম বর্ষ

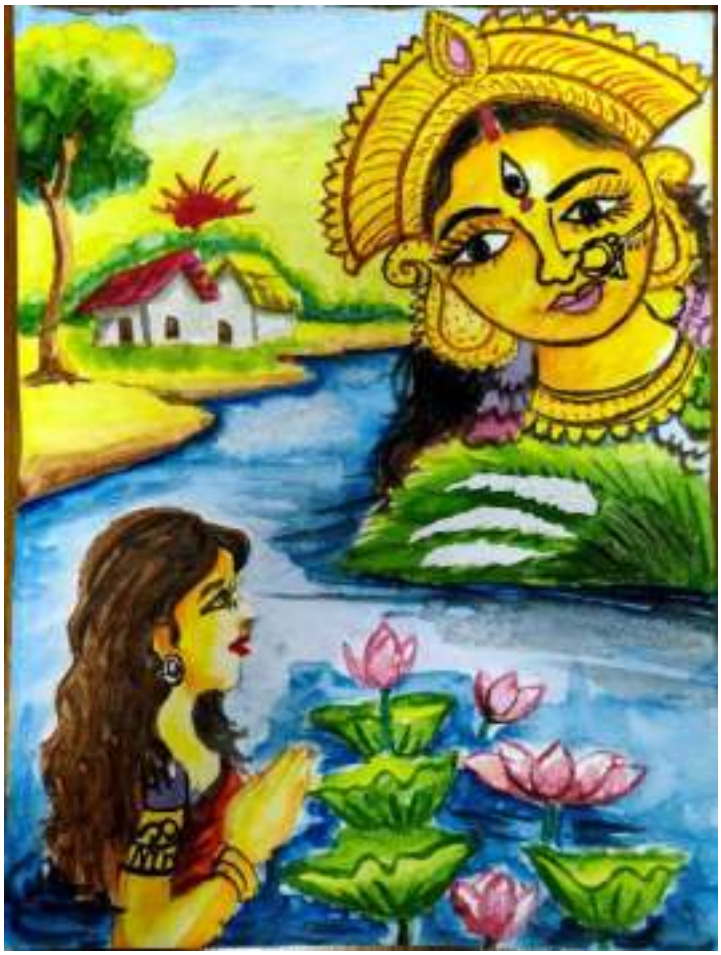

পৌলমী সার, প্রথম বর্ষ

মা

পৃথিবীর প্রথম আলো
দেখালো যে মোরে,
মানুষ হলাম আমি
তারই কোলে চড়ে।

সবার থেকে আপন তুমি
তুমি আমার মা,
যতই তোমায় দেখি মা গো
পাইনা তুলনা।

আমার সুখে হাসো তুমি
আমার দুঃখে কাঁদো,
আমায় ভালো বাসো তুমি
আমার পাশে থাকো।

তোমার মতো এমন মায়ের
হয় না তুলনা,
সবার থেকে প্রিয় তুমিই,
তুমিই আমার মা।

রিমা ধাড়া, প্রথম বর্ষ

অপরাধীনতা

রিমা রায়চৌধুরী, দ্বিতীয় বর্ষ

কার্যকলাপ দেখে শুনে
ভাবতে অবাক লাগে
১৫-ই আগষ্ট এলেই কি
প্রানে দেশভক্তি জাগে?
সারাটি বছর ঘুমিয়ে থেকে
জেগে উঠি ওই দিনে
অগত্যা একটা জাতীয় পতাকা
হাট থেকে আনি কিনে।
দায়সারা ভাবে পতাকা তুলি
বলি - 'ভারত মাতা কি জয়'
ভাবি প্রজন্মের দিনটির সাথে
ঘটেছে কি পরিচয়.....?
কিছু বক্তৃতা, গাল ভরা কথা
ডি,এল রায়ের গান
কোথাও ক্লাবে ডি.জে বাজে শুনি
ঝালা পালা করে কান

সাতটি দশক পেরিয়ে এলাম
কি পেলাম দেখি তাই!!
স্বাধীনতা কথার অর্থ আজও
বুঝিনি আমরা ভাই!!
স্বাধীনতা মানে যথেচ্ছাচার
আর দাদাগিরি নয়।
স্বাধীনতা মানে শুভ চেতনায়
নিজেকে জাগাতে হয়।
পরাধীনতার গ্লানি হতে যারা
দেশকে করল মুক্ত
আজও পারিনি তাদের সাথে
হৃদয় করতে যুক্ত।
হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িতে
করেছিল প্রান দান।
প্রতি পদে পদে আমরা
তাঁদের করছি যে অপমান।
স্বাধীনতা পেয়ে দেশকে আমরা
ভরেছি অনাচারে
নারী পাচার ও জাল জালিয়াতি
ভেজাল শিশুর খাবার-এ!
ভাগাড় হতে শকুনের খাবার
বিষাক্ত পচা দেহ
নির্দ্ধিধায় রাতে রেস্তোরায় যায়
বুঝতে পারি না কেহ।
গুটকা খৈনি হেরোইনে মদে
তরুন তরুনি মত্ত
অশালীন ভাষা ভেসে আসে কানে
সদা টলমল চিত্ত।
চলনে বলনে ডোন্ট কেয়ার ভাব
এরাই হবে দেশ নেতা
পতাকা উড়বে, জয়গান গাবে
দেবে বড় বক্তৃতা।
১৫-ই আগষ্ট আবার আসবে
আবার উড়াবো ধ্বজা
এমনি করেই স্বাধীনতা দিবসে
আমরা করব মজা।।
''জয় হিন্দ
বন্দেমাতরম''

প্রারম্ভিক আগমণ

অধম লিখিতে জানেনা, তবে পূর্বেও যে একেবারে লেখেনাই তাহা নহে, তবে তাহা কস্মিনকালে মননে তাহার ঠাঁই নাই। অদ্য রবীন্দ্রভাষায় লিখিবার মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে একপ্রকার জোর করিয়াই লিখিতে বসিয়াছে। নামী লেখক হইবার মনোক্ষামনা তাহার কস্মিনকালেও জন্মায়নাই। রাত্রে ঘুমাইতে যাইলে হঠাৎ-হঠাৎ অনেক হিজিবিজি চিন্তাভাবনা ঘুমাইতে বাধা প্রদান করিলেও অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিবার নেশা সে ছাড়িতে পারে নাই। তবে ওই যে বদ অভ্যাস বসত কেবল ভাবিয়াই যায় তাহা লিখিলে যে কোনো একদিন অতি নিম্নমানেরও লেখক হইতে পারিত সে তাহা অনুভব করে নাই। বাল্যকাল হইতে লেখাপড়ার সমস্ত বিষয়কে নাম মাত্র সারিয়া এক প্রকার দায় সারা কাজ করিতে পারিলেই বুঝি হইত। গৃহে অধ্যয়ণ কালে ক্ষনিক পরপর কি যেন অগ্র-পশ্চাৎ ভাবনা মাথায় আসিত তাহার কূলকিনারা কখনও সে খুঁজিয়া পাইত না। তবে লিখিতে না পারিলেও পাঠ্যপুস্তকের পাতাগুলিতে নকশা অঙ্কন তাহার আরো একটি বদ অভ্যাসের মধ্যে পড়িত। কল্পনার জগতে তাহার এতটাই অধিকার জন্মাইয়া ছিল যে মুখে সর্বদা কুলুপ পড়িয়া থাকিত। রবি ঠাকুরের সুভার ন্যায় মূক না হইয়াও যে হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ভূগোলের দিদিমনি তাহার এই ধীরস্থির স্বভাবের জন্য নাম রখিয়াছিল শান্তমুনি। বাহ্যিক স্বভাবে শান্ত দেখাইলেও হৃদয় মস্তিষ্কে কেবলই কল্পনার ঝড় বহিয়া চলিত। ছোটবেলার কোনো এক শ্রেনীর পাঠ্য পুস্তকে রবি ঠাকুরের 'বলাই' পড়িয়া আপন হৃদয়ের সহিত মিল খুঁজিয়া পাইত। বলাই ছিল তাহারই মত এক নিতান্ত বালক। তৃণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরিচিত পুষ্পগুলির রঙ আকার- আকৃতি পর্যবেক্ষণ করিত আর প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টিকে সালাম জানাইত মনে মনে। এই সব গল্প কথা পড়িয়া তাহার লেখাপড়ার প্রতি একটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল তাহা হইল সাহিত্যানুরাগ। এই পথে অগ্রসর হইতে বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের শিক্ষক মাননীয় সুপ্রভাত মহাশয়ের অবদানও যে কম ছিল তাহা নহে। শ্রেনীতে পাঠদান কালে বাংলার ছোটগল্পগুলি শ্রুতিনাটকের ন্যায় উপস্থাপনায় যেন গল্পের চরিত্রগুলি আঁখি সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত। বিদ্যালয় জীবন হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়া সাহিত্য লইয়া পড়িতেই আগ্রহী হইয়া বাংলা বিষয়ে সাম্মানিকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগনের ভালোবাসা ও আদর্শ গ্রহন করিয়া লক্ষ্য হইয়াছিল শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহন করিতে। কিন্তু পথ থাকিবে আর সে পথে বাধা থাকিবে না তাহা পূর্বে কস্মিনকালেও ঘটেনাই অদ্যও যে ঘটিবে না এই আত্মবিশ্বাস রাখিয়াই আগাইতে হইবে।

এতক্ষণ যে অধমের কথা সমস্ত পাত্র জুড়িয়া পাঠ করিয়া যাইলেন সে আমি ব্যতীত অন্য কেহই নহে। নচেৎ আপন হৃদয়ে অপ্রকাশিত বার্তা কেহই বা বুঝিতে পারে। অন্যকে লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে তবে তাহা অধিকাংশই আসল ঘটনার উপর রঙ চড়াইয়া দিয়াই লেখকের আত্মতৃপ্তির পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাত্রের ঘুম উড়াইয়া শিক্ষক হইবার স্বপ্ন দেখিলেই হইলোনা, শিক্ষকতার পরীক্ষায় বসিতে হইলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ তাহা হইলেই ষোল কলা পূর্ণ হইবে। লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হইতে যাইয়াই মাঝদিঘীতে পঙ্কে গাঁথিল পা। অতিমারীর অথৈ জলে স্বপ্নের মাথা অবধি ডুবাইয়া গেল, স্বপ্নে ভাসার কাল শেষ হইয়াছে, হয় ডুবিয়া মরিতে হইবে না হয় ডুব সাঁতার দিয়া ভাসিয়া উঠিতে হইবে। চাকরী পাইলাম অথচ্ মনে চাকরী পাইবার কিঞ্চিত আনন্দও প্রস্ফুটিত হয় নাই বলিয়া আচরনেও তাহার প্রভাব পড়ে নাই।

অপছন্দের স্থানে কর্ম করিয়া অধিক বেতনের সুখ কেহ বা চাহে তাহা হইতে স্বল্প বেতনের কর্মকে ভালোবাসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া লইতে পারিলেই জীবনের কর্মকেন্দ্রিক স্বার্থকতা। মনে হইত ভগবানও বোধ করি ছলনার আশ্রয় লইয়াছে, না হয় তাহার মতিভ্রম হইয়াছে ভাবিয়া তাহার উপরেও রাগের উদয় হইত। ভুল স্থানে ভুল মানুষকে আনিয়া ফেলিয়া তাহা মনুষ্য চক্ষে বাহ্যিক ভাবে পাইবার সাফল্য মানিলেও আসলে আন্তরিকভাবে শাস্তিই বটে।

অবশেষে মিলিল দেবতার দেখা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদের তরফ হইতে আর্ন্তজাল মারফৎ ভর্তির হেতু পত্র পূরণের সংবাদ পাওয়া মাত্রই একত্রে ছয়টি প্রাথমিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পত্র পূরণ করিয়া রাখিয়াছিলাম।আর্ন্তজাল মারফৎ ছবি পর্যবেক্ষণ করিয়াই একপ্রকার মনস্থির করিয়াছিলাম এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারিলে আপন ভাগ্যকে ধন্য মনে করিব।

দিনটা ২৮ শে অক্টোবর ২০২১, সেই দিনও ভাগ্যের পরিহাসকে মানিয়া লইয়া সাত সকালে উঠিয়া স্নান সারিয়া জন্মদিনের অন্ন অতৃপ্তির সহিত গ্রহন করিয়া মুখ ভার করিয়া কর্মযজ্ঞে আত্মসমর্পনের তাগিদে বাহির

হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। সারাদিনের ক্লান্তি মস্তিষ্কে বহন করিয়া আনিয়া রাত্রির খাদ্যান্ন গ্রহন করিয়া শয্যাস্থাপন করিলেও পূর্বের অভ্যাস মতো ভাবের দেশে চলিয়া গিয়াছি রাত্রি তখন ১১:৫৯ জন্মদিনের অতৃপ্ত শুভক্ষণ শেষ হইতে মাত্র ১ মিনিট তফাৎ। চলভাসটি খুলিয়া দেখিলাম হঠাৎ এক বার্তা। বার্তা মারফৎ জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থার তরফ হইতে জানানো হইল Counselling and Admission for D.El.Ed course(2021-23) on 01.11.2021 at 11 am sharp. জন্মদিনের অন্তিমক্ষণে সমস্ত দিবসের অতৃপ্ত হৃদয় যে তৃপ্ত হইয়া উঠিবে ইহা সমস্ত দিবস জুড়িয়া কল্পনাও করিনাই। বিজ্ঞপ্তিটি বারংবার দেখিতে লাগিলাম এবং আপনি হাসিতে লাগিলাম। আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলাম। এক বার দেখিয়া মন ভরিলোনা। পুনশ্চঃ দেখিতে লাগিলাম আর হাসিতে লাগিলাম অতঃপর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি বুঝিতে পারিনাই।

অতঃপর দিবসের দ্বিপ্রহরে প্রতিষ্ঠান হইতে চলভাস মারফৎ একটি ডাক আসিয়া রাত্রের কথাগুলিই পূর্নবাচন হইতে লাগিল। ''আমি ডায়েট হুগলী থেকে বলছি'' এই বলিয়া উনি শুরু করিলেন। কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আবারও ভাবের দেশে পাড়ি দিলাম। ওই প্রতিষ্ঠানের ইট-কাঠ-পাথরগুলি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া আমাকে আগামীকালের জন্য আহবান করিতে লাগিল। বোধ হইল প্রেমিকা তাহার প্রেমিকের সঙ্গ কামনায় উদ্বিগ্নপ্রাণা হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্য ইংরাজী পহেলা নভেম্বর খুব সকালে উঠিয়া স্নান সারিয়া তৈরি হইয়া মাকে সঙ্গে লইয়া প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বেড়িয়া পরিতে হইবে, সেই হেতু মা অতি প্রভাতে উঠিয়া সমস্ত গৃহকর্ম সময় মাপিয়া সারিয়া রাখিয়া ছিলেন। বাহির হইলাম প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রওনা হইবার জন্য। পৌঁছাইয়া গেলাম উত্তরপাড়া স্টেশন। সময় মত টিকিট কাটিয়া ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তারকেশ্বর লোকাল পাশ হইল তাহার পর মেমারি লোকাল হর্ণ বাজাইয়া আসিল, উঠিলাম না। স্টেশনের অগ্রভাগেই রেলগেট উপস্থাপন হইয়াছে। আগাম পথ আটক করিয়া ফেলিয়া স্টেশনমাস্টার বেশ দুই ধারে ভীড় জমাইয়া দিয়াছে। দুপাশে গাড়ি-ঘোড়ায়, জনমানুষে বিস্তর শোরগোল পাকাইয়া তুলিয়াছে। পথ আটককারী দন্ডটি উঠিলেই নীজ বাহন লইয়া কেহ কাহার পূর্বে দৌড় লাগাইতে পারে সেইরূপ প্রতিযোগীতার প্রস্তুতি হইল অথচ আটক দন্ডটি উঠিলনা।

প্লাটফর্মের চোঙটি বলিয়া উঠিল ''ট্রেন নম্বর ৩৭২২৩ আপ হাওড়া - ব্যান্ডেল লোকাল ৩ নম্বর প্লাটফর্মে আসছে,'' বাংলায় বলিয়া পরক্ষণে হিন্দি বুলি আওড়াইয়াও বুঝি মন ভরিলনা এবার ইংরাজী কপচাইতে হইবে। তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই একখানি সুর বাজিয়া উঠিয়াই সমস্ত স্থান নিস্তব্ধ হইয়া গেল । যেন কোথা হইতে একখানা মাছরাঙা সজোরে ডানা ঝাপটাইয়া উড়িয়া আসিয়া ঝুপ করিয়া তাহার বৃহত্তর ঠোঁট দুটি দিয়া জলাশয় হইতে একখানা আস্ত মাছের পেটে কামড় বসাইয়া তুলিয়া পুনরায় উড়িয়া গিয়া নিস্তব্ধতা বজায় রাখিল ।

স্টেশনকে নিস্তব্ধতায় মানায় না , বিস্তর জনমানবে ভরিয়া উঠিলেই তাহার সার্থকতা । হঠাৎ কোথা হইতে গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষ আসিয়া ভীড় করিল ট্রেন ধরিতে হইবে।এনারা নিত্যযাত্রী তাই সময় সমন্ধে জ্ঞান বিস্তর।ভীড় এড়াইয়া ট্রেনে উঠিতে হইবে ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।খুব দূরে লাইনটি যেখানে একটি বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে সেই বিন্দু হইতে দ্রুতযানটি বাহির হইয়া হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে অনতিদূরে গতি কমাইয়া আগাইয়া আসিয়াছে ।

মায়ের হাত ধরিয়াই ট্রেনে উঠিলাম । সন্তান বড় হইলে এরূপ দায়িত্ব পালন করিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে । বেশ ফাঁকা দেখিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিয়া জানালার ধারে বসিয়া গাছপালা , মাঠঘাট দেখিতে দেখিতে যাত্রা করা আমার অতি ক্ষুদ্র সখ গুলির মধ্যে অন্যতম। পর পাশে মা বসিয়াছে । এরূপ বিস্তর সুখের চাবি কাঠি লইয়া কি একটা কহিতে ছিলাম ঠিক তখনই অনতিদূরে কোথা থেকে এক অদৃষ্ট কহিতে লাগিলেন - '' এটি হাওড়া জংশন থেকে ব্যান্ডেল যাবার ধীর গতি ট্রেন ।''

এরূপ ত্রিভাষী বুলি আওড়াইতে আওড়াইতে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া মিনিট পঞ্চাশেক পার করিয়া ব্যান্ডেল আসিল। ৫ নম্বর প্লাটফর্মে নামিয়া অন্তর্জাল মারফত ঠিকানা দেখিয়া সঠিক বুঝিতে না পারিয়া প্লাটফর্মের উপর একটি চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করিতেই সে ইঙ্গিতে কি এক বুঝাইয়া দিল তাহার আগা-গোড়া কিঞ্চিত না বুঝিয়া ভ্রান্ত হইয়া একেবারে অপর দিকের পথে গিয়া উঠিলাম । অনেক সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে,পৌঁছাইতে হইবেই এরূপ সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া একখানি গাড়ি করিয়া চালককে ঠিকানা বলিলাম।

পথে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া গ্রামের পথঘাট গাছপালা দেখিতে দেখিতে রাজহাট মোড়ে আসিয়া চালক গাড়ি হইতে নামিয়া একটি মুদিখানা দোকানে জিজ্ঞেস করিতেই তাহার উত্তরে দোকানি চালককে কি যেন একটা বুঝাইয়া বলিল । তৎক্ষণাৎ চালক আসিয়া গাড়িতে বসিয়া আবার চালাইতে শুরু করিল । এবার সামনের মোড় হইতে একটি অন্য রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম । খানিক যাইবার পরক্ষণে দেখিলাম এবার বাড়ি গুলি একের পর এক কমিয়া আসিয়া বৃক্ষের পরিমান সংখ্যা গরিষ্টতা লাভ করিতেছে ।

খানিক যাইতে যাইতে মনে একপ্রকার নিস্তব্ধ ভয়ের উদয় হইল, সন্তস্ত্র হইয়া দেখিলাম পথে কোনো জনমানব কেহ নাই । পথের দুইধারে কেবলই আম্রবৃক্ষের ও গুল্মের সবিস্তারিত ও অনন্তসমাহারে সমস্তদিক ক্ষীণালোক রঞ্জিত তমসাচ্ছন্ন ছায়া বর্ষণ করিয়াছে । এরূপ বিপুল অরণ্যময়তায় প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ ও সাঁঝের বাতাবরণে সজ্জিত হইয়াছে এরূপ দেখাইতেছিল । খানিক যাইতেই কেহ যেন সাঁঝবাতি জ্বালিয়া মুখের সামনে আগাইয়া আসিতে লাগিল।চলুন ভুল ধরাইয়া দিই এখন তো সায়াহ্ন নহে তবে সন্ধ্যাকালীন বাতি জ্বালাইবে কে ! হঠাৎ দেখিলাম মাথার উপর গগন হইতে ধরিত্রীর পৃষ্টদেশে আলো জ্বালাইবার এক বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছে । বৃক্ষাদির সংখ্যা একস্থানে হঠাৎই স্বল্প হইয়া গিয়া গগনে উদিত ভানুর আলোকজ্জ্বল কিরণ ধরিত্রীর পৃষ্ট আসিয়া পতিত হইয়াছে । গাড়িটি একটি বৃহৎ লৌহ দরজার সামনে গিয়া থামিতেই নামিয়া হঠাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম পথের দুধারের সমস্ত বেপরোয়া অরণ্যাদির তমসাবৃত্ত গোপনীয়তা কাটাইয়া তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া এক বিশাল নীলবর্ণ অট্টালিকা পশ্চাদসম্মুখে আলোক তমসা একত্রে মাখিয়া শ্যাম সাজিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । জানিতে পারিয়া ছিলাম এস্থানে ভারতের পক্ষীদিগের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট মানের সুন্দরী পক্ষীটির বাস। অরণ্যাদির এক বৃহৎ অংশ জুড়িয়া তাহাদের অধিকার, তাহারা তাই দিবানিশি যত্রতত্র নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। বর্ষার আগমনে তাহারা বর্ষারানীর বেশে পেখম মেলিয়া নৃত্য করিয়া বেড়ায়। কৃষ্ণ থাকিবে আর ময়ূর থাকিবেনা তাহা অনভিপ্রেত । অট্টালিকার বিশালাকৃতির সদর দরজা টপকাইয়া আঙিনায় প্রবেশ করিতে সম্মুখেই বাসন্তী গাঁদার বাগান খানা দেখিয়া মনে হইল বৎসর ব্যাপী যত্নের অভাবে পড়িয়া থাকিয়া আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়াছে , মাঝে আবক্ষ গান্ধী মূর্তিচিত্ত স্বস্থানে একাকি দন্ডায়মান থাকিয়া প্রমান করিয়াছে তাহার আঙিনায় বহুকাল কারোর সমাগম ঘটেন নাই ,বহুকাল শিক্ষার্থীদিগের কলরব উঠেনাই । দু বৎসর ব্যাপী অতিমারির প্রকোপ কাটাইয়া আমাদিগের স্বয়ং আগমনের মাধ্যমেই জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা , হুগলী পূনরায় পূর্বের আপন ছন্দে ফিরিয়া আসিবার হেতু প্রস্তুত হইতেছিল। ওই দিন স্বয়ং তাহার অংশ হইতে পেরিয়া তাহার নিকট আমার আন্তরুইক শ্রদ্ধর্ঘ্য নিবেদন করিলাম । ইহা আমাদিগের নিকট কেবল প্রতিষ্ঠান মাত্র নহে বিপুল স্বপ্ন বহন করিয়া সঙ্গে আনিয়াছি , ইহা আমার নিকট স্বপ্নপুরী।

তনয় নস্কর, দ্বিতীয় বর্ষ

প্রতিষ্ঠানের কিছু পালনীয় দিন

১৫ ই আগষ্ট

১৯৪৭ সালের ১৫-ই আগষ্ট আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। তাই এই দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ দুশো বছরের পরাধীনতার অন্ধকারের শিকল ছিঁড়ে আজকের এই দিনে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। এই পূন্যতম লগ্নে শতকোটি প্রনাম জানাই সেই সমস্ত স্বর্গত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহীদদের, যাদের আত্মবলিদানের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বেঁচে থাকার এই স্বাধীন অধিকার। তাই ১৫-ই আগষ্ট এর গৌরবময় দিনটিকে উদযাপনের জন্য DIET HOOGHLY -র সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী, এবং শিক্ষাবন্ধুরা DIET প্রাঙ্গনে সমবেত হন। স্বাধীনতার এই অমৃত মহোৎসব অনুষ্ঠানটি গৌরবান্বিত করে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী সুনন্দ রায় মহাশয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই সময় উপস্থিত সকলে বন্দেমাতরম ধ্বনি দ্বারা জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানান। এরপর একে একে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন বেদীতে পুষ্প প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানান। জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। প্রথমেই 'ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী' এই গানটি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সমবেত ভাবে সঙ্গীতটি উপস্থাপন করে ২০২১-২৩ বর্ষের শিক্ষার্থীরা।

এরপর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মাম্পী ঘোষের সুন্দর একটি নৃত্য পরিবেশনা, গান - 'ও আমার দেশের মাটি'। মাম্পির সুন্দর নৃত্যের পর প্রতিষ্ঠনের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এর পর একটু ভিন্ন স্বাদের উপস্থাপনা। স্নেহের শিক্ষার্থী দ্বিতীয় বর্ষের সুনিতা চীনার কবিতা পাঠ। কবিতার নাম 'অন্য ভারত'। সুনিতার কবিতার পর একটি সঙ্গীত ' আর দেরী নয়' এই গানটি একক‌ভাবে উপস্থাপন করে রিয়া সাঁতরা। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা'- সত্যিই সকল দেশের সেরা আমাদের এই জন্মভূমি। সেই জন্মভূমির অপরূপ সৌন্দর্য্যের বর্ননা নাচের মধ্যে তুলে ধরে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী স্বপ্নালী ঘোষাল ও অনন্যা পন্ডিত। এরপর আবার একটি সঙ্গীত পরিবেশনা। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সমবেত ভাবে 'ভারত আমার ভারতবর্ষ' সঙ্গীতটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে।

জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের সকলের অবশ্য পালনীয় একটি বিষয়। সেই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে শিক্ষার্থী মাম্পি ঘোষ 'ত্রিবর্নরঞ্জিত-পতাকা' কবিতাটি আবৃতি করার মাধ্যমে। মাম্পির কবিতার পর প্রতিষ্ঠানের আরেক শিক্ষার্থী শ্রীলেখা সরকার এই দিনটির গুরুত্ব নিয়ে সুন্দর একটি বক্তব্য উপস্থাপন করে। এরপর শিক্ষার্থীরা 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' গানটি সমবেত ভাবে নৃত্যের মাধ্যমে উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং সমবেত ভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা হয়।

Hoisting of the National flag in the morning of Independence Day

Musical performance on Independence Day

২৩-শে জানুয়ারী

‘‘ভারত ডাকছে
রক্ত ডাক দিয়েছে রক্তকে
উঠে দাঁড়াও, আমাদের নষ্ট করার মত সময় নেই।
অস্ত্র তোলো,
যদি ভগবান চান,
তাহলে আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করব।’’
বা
‘‘Freedom is not given,
it is taken.’’

এই সমস্ত আগুন ঝরা বক্তব্যে উত্তাল হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতের আকাশ বাতাস। আলোড়িত হয়েছিল সংগ্রামী মানুষের মন। আপামর ভারতবাসীর মন উদ্দীপ্ত হয়েছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির রঙিন আশায়। এক নতুন ভারতবর্ষের লক্ষ্যে মানুষাশায় বুক বেঁধেছিল, আর এই নতুন ভারত গড়ার কারিগর তথা কাণ্ডারী হয়ে অবতীর্ন হয়েছিলেন ভারতমাতার বীরসন্তান তথা বাঙালির গর্ব নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। আজ ২৩-শে জানুয়ারী DIET HOOGHLY র প্রাঙ্গনে সকল DIET বাসী আরও একবার সমবেত হন এই বীর বিপ্লবী পরাক্রমী মানুষটির জন্মদিন স্মরণ করার লক্ষ্যে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও DIET HOOGHLY র শিক্ষার্থীরা এই মহান মানুষটিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সর্বাগ্রে মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী সুনন্দ রায় মহাশয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং নেতাজীর ছবিতে মালা পরিয়ে নেতাজীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এরপর নেতাজীর মহান অবদান সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় একটি সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সকলকে সমৃদ্ধ করেন।

নেতাজীর জন্মদিনে মূল্যবান বক্তৃতা

এরপর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা 'ভারত আমার ভারতবর্ষ' এবং 'মাগো ভাবনা কেন' গান দুটি খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে। এরপর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী কোয়েল সামন্ত সুন্দর একটি আবৃত্তি করে। আবৃতির পর দুটি সমবেত নৃত্য পরিবেশন করে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা। গান দুটি হল 'সুভাষজি' এবং 'কদম কদম বড়ায়ে যা'। সমবেত নৃত্যের পর দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মাম্পি ঘোষ সুন্দর একটি কবিতা পাঠ করে। স্বপ্নালী ঘোষাল এর একটি সুন্দর নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি লগ্নে পৌঁছানো হয় এবং সবশেষে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষনা হয়।

২৬ শে জানুয়ারী

আমাদের সকলের জীবনেই বছরের বেশ কিছু তারিখ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তেমনই একটি তারিখ হল ২৬-শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস। নেতাজী জন্ম জয়ন্তীর পরপরই এই দিনটিকে ঘিরে আমাদের দেশাত্মবোধ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক ভারতীয়দের মনেই তাই এই দিনটির অসীম তাৎপর্য। দেশের নানা প্রান্তে বর্নাঢ্য অনুষ্ঠান ও কুচকাওয়াজের মাধ্যমে পালিত হয় দিনটি। ১৯৫০ সালের ২৬-শে জানুয়ারী গনতান্ত্রিক দেশ হিসাবে আমাদের দেশ ভারতবর্ষের প্রথম নিজস্ব সংবিধান কার্যকর হয়। স্বাধীনতা লাভের প্রায় আড়াই বছর পর ড. বি. আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে তৈরি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান। সেই থেকেই ২৬-শে জানুয়ারীকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষনা করা হয়।

Stage decorated by our institute's trainees for Republic day celebration

Flag hoisting for Republic day celebration

২৬-শে জানুয়ারীর এই পূণ্য দিনে সমগ্র দেশের মত DIET HOOGHLY র সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবন্ধুরা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন এই দিনটিকে উদযাপনের জন্য। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহাশয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই সময় উপস্থিত সকলেই বন্দেমতরম ধ্বনি দ্বারা জাতীয়

পতাকাকে সম্মান জানান। এই বিশেষ দিনে জাতীয় পতাকা তথা আমাদের দেশ মাতৃকার সাথে সাথে সেই বিশেষ ব্যক্তি যার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের ফসল আমাদের এই সংবিধান এবং সেই সমস্ত বীর সৈনিক যাদের আত্মবলিদানের বিনিময়ে পেয়েছি, আমাদের এই মহামূল্যবান স্বাধীনতা, তাদেরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

এরপর আজকের এই বিশেষ দিনটিকে স্মরন করে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ইয়াসমিন খাতুন ও ফয়জল আনসারি উপস্থাপন করে সুন্দর একটি সংগীত -'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তা হামারা'। সত্যিই জগৎ মাঝে সেরা আমাদের দেশ। আর এই গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য প্রান উৎসর্গ করেছেন হাজার হাজার ভারতমাতার বীর সন্তান। তাদের সেই বলিদান ব্যর্থ হয়নি। সেই সমস্ত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' গানটি উপস্থাপন করে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী স্বপ্নালী ঘোষাল, ত্রয়ী ব্যানার্জ্জী এবং যোগমায়া গোস্বামী। এরপর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী রিক্তা ঘোষ ও রিমা ঘোষ দেশ মাতৃকাকে শ্রদ্ধা জানায় তাদের সঙ্গীত ' ও আমার দেশের মাটি' গানটির মধ্য দিয়ে। এরপর দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কৃষ্ণকান্ত দাস এই দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শেষে সমবেতভাবে 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা' গানটির পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ৭৪ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মাতৃভাষা দিবস (২১ শে ফেব্রুয়ারী)

‘‘ অপমানে তুমি জ্বলে উঠেছিলে
সেদিন বর্নমালা
সেই থেকে শুরু মোদের -
দিন বদলের পালা’’

এই দিন বদলের ইতিহাস লেখার লক্ষ্যে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার লক্ষ্য পূরন করতে ঝরেছে রক্ত, খালি হয়েছে বহু মায়ের কোল। কিন্তু দামাল সন্তানরা তাঁদের লড়াই ছাড়েনি সেদিন, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যে জয় তারা এনেছিল, সেই জয়ের নাম - ‘অমর ২১’। সে জয়ের নাম ভাষা আন্দোলন।

ঐতিহাসিক ২১-শে ফেব্রুয়ারী সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে পালিত হয়। এও তো কম জয় নয়। রফিক, সালাম, জব্বার, বরকত দের রক্তঝরানো সেই লড়াই আজ সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত। হুগলী জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও এই মহান দিনটি অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে পালিত হয় এবং সম্মান জানানো হয় সেই সমস্ত বীর ভাষা শহীদদের। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী সুনন্দ রায় মহাশয় শহীদ বেদীর প্রতিকৃতিতে পুষ্প প্রদান করেন।

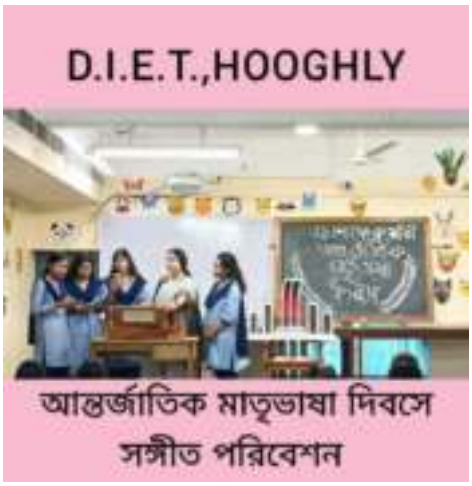

এরপরে DIET HOOGHLY র শিক্ষার্থীরা সমবেতভাবে ‘আমি বাংলায় গান গাই’ গানটির মধ্যদিয়ে মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করে। এরপর এই রক্তঝরা দিনটির গৌরব গাথা সকলের সামনে তুলে ধরে প্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী অঙ্কিতা চৌধুরী। অঙ্কিতার পর রিক্তা ঘোষ ‘আবার আসিব ফিরে’এই সুন্দর গানটি উপস্থাপন করে।

এরপর প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং অধ্যাপক, অধ্যাপিকা মহাশয়ারা আজকের দিনটি সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এরপর সুমিতা মন্ডলের কবিতা এবং সমবেতভাবে ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গানটি পরিবেশনের মধ্যদিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বসন্তোৎসব ও নবীনবরন

‘‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে
আজি খুলিয়ো হৃদয় দল খুলিয়ো
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো . . . .’’

কর্মময় জীবনের গতানুগতিকতা কাটাতেই প্রয়োজন হয় নানা উৎসবের, বাঙালি জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বন, এইসব উৎসবেরই নামান্তর।বলা বাহুল্য বাংলার ছয়টি ঋতুর মধ্যে বসন্তই হল ঋতুরাজ।আর তার আগমনে প্রকৃতিতে লাগে রঙের ছোঁয়া।শীতঘুম থেকে জেগে উঠে প্রকৃতি যেন নবীন প্রান পায়।বসন্তের আগুন ঝড়া রঙের ছটায় সে সেজে ওঠে।আর এই রঙের ছোঁয়া প্রকৃতির সাথে সাথে মানব হৃদয়কেই রাঙিয়ে তোলে,তাই তো এই বসন্তেই পালিত হয় রঙের উৎসব।এই বসন্তকে বরণের উদ্দেশ্যেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের সূচনা করেছিলেন।

১০ই মার্চ ২০২৩-তারিখে DIET- হুগলীর সকল সদ্যস ঋতুরাজ বসন্তকে বরণ তথা বসন্তোৎসব পালনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়,এই বিশেষ দিনে শুধু বসন্তকে বরণ নয়,তার সাথে সাথে বরণ করে নেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদেরও।সেই অর্থে এদিন একই সাথে বসন্তোৎসব ও নবীনবরণ এই দুটি উৎসব একসাথে পালিত হয়।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মাননীয় সুনন্দ রায় মহাশয় এবং অধ্যাপিকা ঝুমা রায় মহাশয়া প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন,এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত-‘ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল’ পরিবেশন করে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা-সোনামনি ঘোষ,যোগমায়া গোস্বামী,ত্রয়ী ব্যানার্জী,রিমা রায়চৌধুরী,সপ্তর্ষী রায় এবং সারাফিন

সুলতানা।উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা নবীন তথা সকল শিক্ষার্থীদের.....উদ্বুদ্ধ করে।

এরপর নবীন বরনের দায়িত্বে থাকা দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের একে একে বরণ করে নিতে থাকে।দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা তাদের নবীন ভাইবোনদের জন্য খুব সুন্দর একটি উপহারের আয়োজন করে।এই উপহারের অনেকখানি অংশই তারা স্বহস্তে তৈরি করে,এইভাবে প্রতিষ্ঠানে ঐতিহ্য,রক্ষার গুরুভার তাদের কাঁধে তুলে দেয়। এইভাবে বরণপর্ব চলার মাঝে মাঝেই তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিও এগিয়ে যেতে থাকে।এরপর অনেকগুলি নৃত্য পরিবেশত হয়।'ফাগুন লেগেছে.....'গানটিতে নৃত্য পরিবেশন করে দ্বিতীয় বর্ষের স্বপ্নালী ঘোষাল।অপূর্ব একটি উপস্থাপনা ছিল এটি।দ্বিতীয় বর্ষের অনন্যা পন্ডিতের একটি একক নৃত্য পরিবেশিত হয়।গান- 'মোহে রঙ দো লাল',এরপর একটি ভিন্ন স্বাদের নাচ'অপ্সরা আলি'ও 'ধিম তা দা রে' -পরিবেশন করে দ্বিতীয় বর্ষের স্বপ্নালী ঘোষাল ও পূর্নাশা দাস।পরপর কয়েকটি নাচের পর প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা একটি সুন্দর বসন্তের রেশ ধরেই 'নীল দিগন্তে' গানটি খুব সুন্দর একটি নৃত্য উপস্থাপন করে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী অঙ্কিতা চৌধুরী।আবারও পরপর কয়েকটি নাচ।দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ সোনামনি ঘোষ,সারাফিন সুলতানা 'মনে রঙ লেগেছে' গানটিতে খুব সুন্দর একটি নৃত্য পরিবেশন করে।এরপর দ্বিতীয় বর্ষের অনন্যা পন্ডিত,রিমিতা দাস ও অনন্যা মুখার্জীর একটি ফিউশন নাচ।

এরপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান।বসন্ত ঋতুকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের যেতে হবে সাঁওতাল পরগনা।শিমুল পলাশের আগুন ঝড়া রূপের পসরা নিয়ে রাঙা মাটির দেশে সেজে ওঠে।সেই সাঁওতাল পরগনার ছোঁয়া নিয়ে হাজির হয় দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শিউলি মুর্মু,রিতি ওরাং,লীনা মান্ডি,শর্মিলা টুডু,খুব সুন্দর একটি সাঁওতালি নৃত্য তারা উপস্থাপন করে।সবশেষে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী প্রীতম দাস,রিমিতা দাস,মাম্পি ঘোষ,সপ্তর্ষি রায়,অনন্যা পন্ডিত ও তনয় নস্কর এদের সমবেত সুন্দর একটি নাচ 'আজ ফাগুনি পূর্নিমা রাতে'-র মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দুই পথিকৃৎ, দুই দিকপাল, দুই মহান কবি সাহিত্যিক,যাদের হাতে বাংলা সাহিত্য তার অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন পেয়েছে, যাদের হাত ধরেই, সমগ্র বিশ্বে বাংলা সাহিত্য তার গৌরব লাভ করেছে, তারা হলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরজন হলেন বিদ্রোহীকবি কাজী নজরুল ইসলাম। দুজনের জন্মের বাংলা মাস ভিন্ন হলেও ইংরেজি মাস কিন্তু একই - মে মাস। একজনের জন্ম ৯ই মে, একজনের জন্ম ২৮ শে মে। তাই DIET Hooghly- এর সমস্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ এই দুই মহান ব্যক্তির জন্ম দিন খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে।

১১ ই মে ২০২৩ তারিখে সমস্ত DIET বাসী সমবেত হয় এই দুই মহামানব, মহানকবির জন্ম জয়ন্তী পালন করার উদ্দেশ্যে। অন্যান্য বিভিন্ন স্মরণীয় দিবসের ন্যায় এই বিশেষ দিনটি পালনের জন্য ডায়েট এর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা একটি সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যার মাধ্যমে তারা এই দুই মনীষীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে । এই সময় দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নীতিশ ধাড়া, সঞ্জয় দাস, সৈকত..... ও কৃষ্ণকান্ত দাস 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে'গানটি উপস্থাপন করে মুহূর্তটিকে আরও সুন্দর করে তোলে। এরপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্য ও পুষ্প প্রদান করে শ্রদ্ধা জানান। পুষ্প প্রদানের পর দ্বিতীয় বর্ষের পূর্ণাশা দাস, যোগমায়া চৌধুরী, রিমা রায়চৌধুরী ও প্রথম বর্ষের ইয়াসমিন খাতুন এর সঙ্গীত পরিবেশন ' হে নূতন দেখা দিক' এই গানটি ছাড়াও এদিন 'আয় তবে সহচরী' গান ও নাচের মাধ্যমে তুলে ধরে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা ।'এবার তোর মরা গাঙে,'আমার সকল রসের ধারা','তোমার খোলা হাওয়া' প্রভৃতি রবীন্দ্র সঙ্গীত গুলি খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে । সঙ্গীত ছাড়াও দ্বিতীয় বর্ষের শ্রীলেখা সরকার, প্রথম বর্ষের সুমিত্রা মান্ডি, ২য় বর্ষের মাম্পি ঘোষ, ১ম বর্ষের তানিয়া ঘোষ খুব সুন্দর কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। এর সাথে সায়ন্তিকা ঘোষ , স্বপ্নালী ঘোষাল ,অঙ্কিতা চৌধুরী ,ঐশী দাস , সুমনা প্রত্যেকের নৃত্য পরিবেশনা অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রা দান করে ।এছাড়াও ২য় বর্ষের নীতিশ ধাড়া ,অনীক ও ১ম বর্ষের নন্দিতা কর্মকার এই দুই মনীষী সম্পর্কেঅনেক অজানা তথ্য তুলে ধরে তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে । সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় সুনন্দ রায় এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক মাননীয় অভিষেক সামন্ত মহাশয়ের মূল্যবান বক্তব্য অনুষ্ঠানটিকে অন্য মাত্রা দান করে । এই ভাবেই হুগলি জেলা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংস্থায় রবীন্দ্র , নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে পালিত হয়।

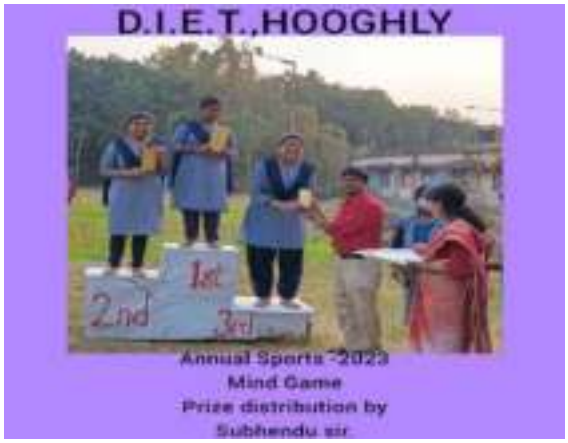

D.I.E.T.,HOOGHLY
1st
2nd
3rd
Annual Sports -2023
Mind Game
Prize distribution by
Subhendu sir.

D.I.E.T.,HOOGHLY
1st
2nd
3rd
Annual sports -2023
Go as you like
Prize distribution by Neelkamol sir.

DIET,HOOGHLY
1st
2nd
3rd
Annual Sports 2023
1oo metre run
Prize distribution by Bapon sir.

DIET,HOOGHLY
ANNUAL SPORTS 2023
Go as
you like

DIET-HOOGHLY
ANNUAL SPORTS -2023
Our Principal sir
gives trophy to
Football winners team

D.I.E.T. ,HOOGHLY
ANNUAL SPORTS -2023
Football winners team
Man of the match
Prize Distribution

D.I.E.T., HOOGHLY
ANNUAL SPORTS -2023
Kho Kho
Runners team
Medel Distribution

D.I.E.T.,HOOGHLY
ANNUAL SPORTS -2023
Kho-Kho
winners team
1st year (22-24)

D.I.E.T.-HOOGHLY
ANNUAL SPORTS -2023
From left
games teacher, Principal sir,
Winner team Captain.

D.I.E.T.-HOOGHLY
ANNUAL SPORTS-2023
Football winners team
1st year (22-24)

DIET, HOOGHLY
ANNUAL SPORTS -2023
Last moment of sports
Teachers & students

DIET HOOGHLY
SCERT DIRECTOR'S MADAM GIVE
SPEECH TO ALL PARTICIPANTS.

DIET HOOGHLY
Interaction mode in our college
principal chember

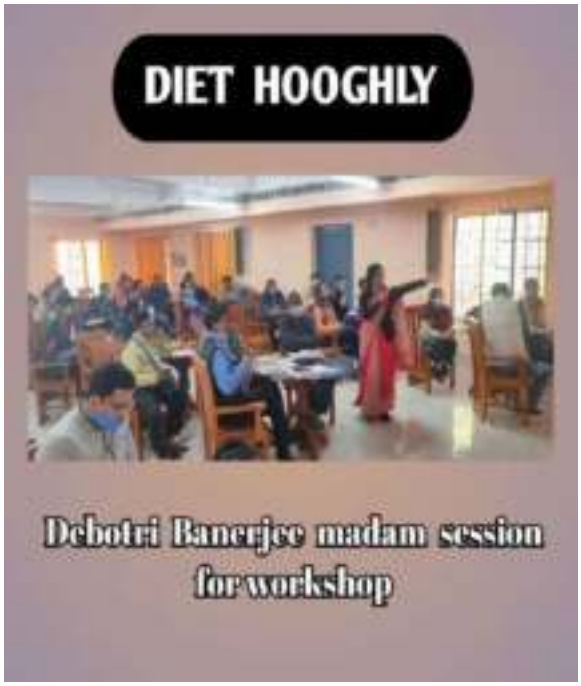
DIET HOOGHLY
Debotri Banerjee madam session for workshop

D.I.E.T.,HOOGHLY
Opening session of
Onedav workshop for Reflection in Action

D.I.E.T., HOOGHLY
Annual Exhibition 2023 Opening Session

D.I.E.T., HOOGHLY

Welcome Session of Annual Exhibition -2023

D.I.E.T., HOOGHLY

Seminar & Annual Exhibition - 2023

D.I.E.T., HOOGHLY

Visitors from D.I.E.T. Kolkata in Annual Exhibition -2023

D.I.E.T., HOOGHLY

Welcome session of seminar & Annual Exhibition -2023

D.I.E.T., HOOGHLY

Seminar & Annual Exhibition -2023
Opening session

D.I.E.T., HOOGHLY

Student's activities in Annual Exhibition -2023

D.I.E.T., HOOGHLY

Student's activities in Annual Exhibition -2023

D.I.E.T.,HOOGHLY

Student's activities in Annual Exhibition -2023

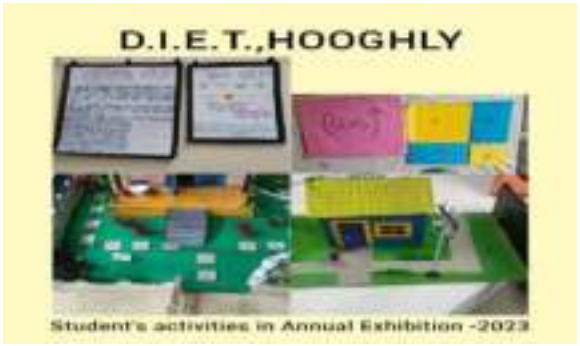
D.I.E.T.,HOOGHLY
Student's activities in Annual Exhibition -2023

D.I.E.T., HOOGHLY
Student's activities in Annual Exhibition -2023

D.I.E.T., HOOGHLY
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সূচনা

D.I.E.T.,HOOGHLY
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ কর্মশালার কিছু মুহূর্ত

D.I.E.T., HOOGHLY
Some moments of Picnic -2023

D.I.E.T.,
HOOGHLY
Some moments of Picnic-2023

D.I.E.T.,HOOGHLY
সরস্বতী পূজার প্রস্তুতি

D.I.E.T., HOOGHLY
সরস্বতী পূজার কিছু মুহূর্ত

D.I.E.T.,HOOGHLY
সরস্বতী পূজার কিছু মুহূর্ত

D.I.E.T.,
HOOGHLY
সরস্বতী পূজার অন্তিম মুহূর্ত

D.I.E.T., HOOGHLY
Flower garden of our institute.

Opening lecture session of Two days Workshop

Opening lecture session of Two days Workshop

Interaction session of Two days Workshop

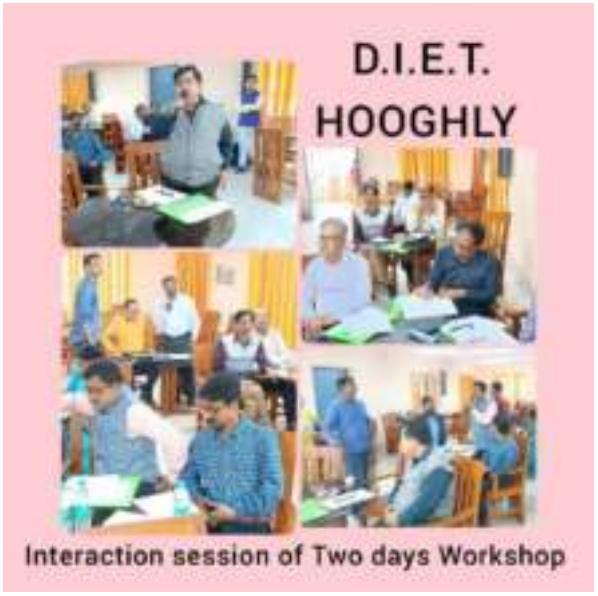

Interaction session of Two days Workshop

Staff Details

Sl. No.	Name of The Staff	Designation
1.	Sunanda Roy	Senior Lecturer In-Charge
2.	Jhuma Mukherjee	Senior Lecturer
3.	Avisek Samanta	Lecturer
4.	Biplab Mandal	Lecturer
5.	Jayita Gangopadhyay (Chakraborty)	Assistant Technician
6.	Sourav Chakraborty	Librarian
7.	Debatraa Bandhyopadhyay	Guest Lecturer
8.	Subhendu Karmakar	Guest Lecturer
9.	Pallab Kumar Jana	Guest Lecturer
10.	Supriya Biswas	Guest Lecturer

Sl. No.	Name of The Staff	Designation
11.	Ishani Das	Guest Lecturer
12.	Sk Sariotulla	Guest Lecturer
13.	Sarama Kundu	Clerk-Cum-Typist
14.	Sajal Karmakar	Clerk-Cum-Typist
15.	Subhas Chandra Rout	Peon-Cum-Night Guard
16.	Madhumita Ghosh	Data Entry Operator
17.	Alok Kumar Singha Ray	Data Entry Operator
18.	Dipankar Mukhopadhyay	Multi Tasking Staff
19.	Ranju Chakraborty	Multi Tasking Staff
20	Puja Biswas	Hostel Warden
21	Purna Mondal	Night Guard

Students Details of Part-II, Session- 2021-2023

Sl. No.	Name of Student	Address
1	SAHELI MONDAL	Vill.-Maheswarbati, P.O.-Kaswara,Hooghly- 712102
2	SANIA MALLICK	Vill.- Nagdipara, P.O.- Kalachara, Hooghly-712405
3	RICHA BARMAN	Vill.+ P.O.- Somra, Hooghly-712123
4	YEASMINA KHATUN	Vill.- Hadilpur, P.O.- Harit, Hooghly-712305
5	SONAMANI GHOSH	Vill.-Ampala, P.O.- Rajhat, Hooghly-712123
6	SHREYA BISWAS	2, Rabindranagar, P.O.- Chinsurah-Mogra, Hooghly-712103
7	TIYASA GHOSH	Vill.+ P.O.-Dwarbasini, Hooghly-712149
8	PRADIP MANDI	Vill.-Belgaria, P.O.-Barunanpara, Hooghly-712148
9	MD ARIF MONDAL	Vill.-Shibrai, Radhanagar, Pandua, Hooghly-712147
10	DEBASISH PAKREY	Vill.+P.O.-Khatul,Hooghly-712611
11	ANISA KHATUN	Vill.-Sarangpur,P.O.-Pawnan, Hooghly-712305
12	MOUMITA ROY	Vill.-Rantakhali,P.O.-Chuadanga, Hooghly-712617
13	GANESH MALIK	Vill.+P.O.- Haripur, Hooghly-712701
14	RIMITA PAL	Vill.+P.O.-Antisara,Hooghly-712223
15	KRISHNA KANTA DAS	Vill.+P.O.-Sherpur, Hooghly-712513
16	SOHINI BAULDAS	Vill.+P.O.-Haridaspur, Hooghly-712147
17	SAPTARSHI ROY	Vill.-Dighara, P.O.- Balidewanganj, Hooghly-712616
18	LINA MANDI	Vill.-Bhatua, P.O.-Rajhat, Hooghly-712123
19	SHILPA BERA	Vill.-Basantabati, P.O.-Chuadanga, Hooghly-712617
20	SIULI MURMU	Vill.-Dhanarajpur, P.O.-Dhaniakhali, Hooghly-712302
21	MILAN PAKHIRA	Vill.- Doulatpur, P.O.-Arambagh, Hooghly-712601
22	RITI ORANG	Vill.+P.O.-Kuliagarh,North 24 pgs -743166
23	NITISH DHARA	Vill.-Baharampur, P.O.-Bora, Hooghly-712306
24	SUCHARITA SHASMAL	Vill.-Antpara Jaragram,P.O.-Jamalpur, Purba Bardhaman-713404
25	BIKASH HEMBRAM	Vill.-Pawnan(Jantarpar), P.O.-Pawnan, Hooghly-712305
26	AISHI DAS	Vill.-South bandhagachi, P.O.-Guptipara, Hooghly-712512
27	ATIKA RIMA MOLLAH	Vill.+P.O.-Itachuna, Hooghly-712147
28	RIYA DAS	Vill.+P.O.-Rasidpur, Hooghly-712408
29	SWAPNALI GHOSHAL	Vill.-Tagra, P.O.-Ramnagar, Hooghly-712410
30	ANANYA PANDIT	Vill.-Goswami Malipara,Dadpur,Hooghly-712305
31	BAISHAKHI KUNDU	Vill.+ P.O.-Satberia, Hooghly-712612
32	TANAY NASKAR	Vill.-Raghunathpur Naskarpara, P.O.-Raghunathpur, Hooghly-712247
33	FARHA KHATUN	Vill.-Khatni Polba,P.O.-Polba, Hooghly-712148
34	PIYALI PAL	Vill.-Anarbati, P.O.-Antipur,Hooghly-712424
35	SANJAY DAS	Basanta Bagan, P.O.-Rabindranagar, Hooghly-712103
36	TANISA PARVEEN	Vill.-Birpala, P.O.-Sultangacha, Hooghly-712148
37	ASHIMA DAS	Vill.-Kanda Ghata, P.O.-Rajarmath, Nadia-741223
38	ANIK MONDAL	Vill.-Korola, P.O.-Somra, Hooghly-712123
39	SRILEKHA SARKAR	65,Kotrung Udayan Pally, P.O.-Hindmotor, Hooghly-712233
40	SETU DAS	Barujibi Colony, P.O.-More Pukur, Hooghly-712250
41	ESHA ROY	Beldiha, P.O.-Shyam Bazar,Hooghly-712122
42	TRAYEE BANERJEE	Krishnanagar, P.O.-Nangulpara, Hooghly-712406

Sl. No.	Name of Student	Address
43	ANKITA PATRA	Vill.-Dhamla, P.O.-Kedarpur, Hooghly-712406
44	ANANYA BISWAS	Ramprasad Chatterjee Road,P.O.-Narua Baromandirtala, Hooghly-712136
45	SNIGDHA KUNDU	Vill.+P.O.- Rajbalhat, Hooghly-712408
46	TANUSREE DAS	Vill.+P.O.- Baradongal, Hooghly-712617
47	SUMITRA NANDI	Baro Mitra Bagan, 3rd Lane, Hooghly-712136
48	RAJLAKSHMI BEZ	Vill.-Barul, P.O.-Raghubati,Hooghly-712614
49	SHREYA DAS	Vill.-Hakimpur, P.O.-Nanda, Hooghly-712124
50	MAMPI GHOSH	Vill-Kamardanga p.o- Aidakismat Dist- hooghly-712512
51	MOUMI KHANRA	Vill- Birendranagar p.o- Kaswara Dist- Hooghly- 712102
52	SUBHAJIT GHOSH	Vill.-Kumar Bazar, P.O.-Antpur, Hooghly-712424
53	YOGMAYA GOSWAMI	Ramkrishna Pally,P.O.-Arambagh, Hooghly-712601
54	TANUSREE GOSWAMI	Krishna Nagar, P.O.-Nangulpara, Hooghly-712406
55	ARIJIT MANNA	Vill.-Maheswarbati, P.O.-Kaswara,Hooghly- 712102
56	PIU PALTA	Vill.-Barail, P.O.-Patuligram,Hooghly-712501
57	RUBINA KHATUN	Vill.-Hosenpur, P.O.-Kamarkundu, Hooghly-712407
58	PAYEL GUIN	Vill.-Magra Natungram,Rathgarh, P.O.-Mogra, Hooghly-712148
59	SARAFIN SULTANA	Vill.-Bhatua, P.O.-Rajhat, Hooghly-712123
60	RIMA ROYCHOWDHURY	Vill.-Krishnanagar, P.O.-Nangulpara, Hooghly-712406
61	PURNASHA DAS	37/9 Kajipara, Baidyabati, Hooghly-712222
62	BANASHREE ROY	Vill.-Riya, P.O.-Bhurkunda, Hooghly-712611
63	SUNITA CHINA	Vill- Nachipur,P.O.-Tarakeswar,Hooghly-712414
64	SARMILA TUDU	Vill- Nandanbati p.o-Samserpur ,Hooghly-712410
65	FATEMA AKBARI	Joraghat Lane, Chinsurah, Hooghly-712101
66	SAMPRITY PAKIRA	Vill.+P.O.-Rajhat, Hooghly-712123
67	SUMITA MONDAL	149/1,R M Roy Sarani,Baidyabati, Hooghly-712222
68	PAYAL SANTRA	Manshatala Boubazar, P.O.-Khalisani Chandannagar,Hooghly-712138
69	RIMITA DAS	Vill.-Payasa, P.O.-Dhaniakhali, Hooghly-712302
70	ANANYA MUKHERJEE	Vill.-Mamudpur, P.O.-Digsui,Hooghly-712148
71	SUSMITA MAHATA	Vill.-Joynagar, P.O.- Ambikanagar, Bankura-722135
72	PRITOM DAS	Vill.-Kuliara, P.O.-Rajbalhat, Hooghly-712408
73	SUPARNA CHATTOPADHYAY	Vill.+P.O.-Kanuibanka, Hooghly-712301
74	JESMIN SULTANA	Vill.-Balihatta (E), P.O.-Pandua,Hooghly-712149
75	RIMPA GHOSH	Vill.-Talchinan, P.O.-Puinan, Hooghly-712305
76	TIYASHA DHARA	Vill.-Narayanpara,P.O.-Sugandhya, Hooghly-712102
77	SUPTI CHOWDHURY	Vill.+P.O.-Ashurali, Bankura-722154
78	MANISHA SINGH	Vill.+P.O.-Khanyan, Hooghly-712147
79	SAIKAT DEY	Vill.+P.O.-Gopalnagar, Purba Medinipur-721130
80	SANGHATI GHOSH	Vill.-Hrishikesh Pally,P.O.-Hooghly, Hooghly-712103
81	NARGIS MEHAZABIN AHMAD	Vill.+P.O.-Khanyan, Hooghly-712147
82	RIYA SANTRA	Bhagabati Danga, P.O.-Chinsurah, Hooghly-712102
83	ARPITA NATH	Vill.+P.O.-Kharsarai, Hooghly-712304

Students Details of Part-I, Session- 2022-2024

Sl. No.	Name of Student	Address
1	SUMAN SHEE	Vill.-Ranirbheri, P.O.-Kaswara, Hooghly- 712102
2	YEASMIN KHATUN	Chawkbazar, Mogalpura Lane, Chinsurah, Hooghly-7121032
3	SANJANA PATRA	Vill.-Palashi, P.O.-Palashi,Hooghly- 712303
4	SUSUMITA SANTRA	Vill.-Badinan, P.O.-Sinhet,Hooghly- 712305
5	SAJIB KUMAR MALICK	Vill.-Bhurkunda,P.O.-Bhurkunda,Hooghly- 712611
6	KAHINOOR KHATUN	Vill.-Shidrai, P.O.-Radhanagar, Hooghly- 712147
7	NEHA BERA	Vill.-Soai, P.O.-Balidanga, Paschim Medinipure-721212
8	BARSHA BERA	Vill.-Soai, P.O.-Balidanga, Paschim Medinipure-721212
9	INDRAJIT PAUL	Vill.-Jhappukur Manshatala, P.O.-Sahagang, Hooghly- 712104
10	ARPITA SANTRA	Vill.-Badinan, P.O.-Sinhet, Hooghly- 712305
11	SUVOJIT HANSDA	Vill.-Biruha, P.O.-Biruha, Purba Bardhaman - 713146
12	SOUMYADIP GHOSH	Vill.-Mozepur,P.O.-Duttapur, Hooghly- 712410
13	RAJIB MANDI	Vill.-Maheswarbati, P.O.-Kaswara, Hooghly- 712102
14	MANDIRA GOPEMANDAL	Vill.-Dambi, P.O.-Goarabari, Bankura - 722135
15	SAYANTIKA GHOSH	Vill.-Kolora, P.O.-Somra, Hooghly- 712123
16	BINOTA MANDI	Vill.-Khayerpahari, P.O.-Sarenga, Bankura-722150
17	SHRUTI PAL	Vill.-Rajhat, P.O.-Rajhat, Hooghly- 712123
18	SOUVIK JANA	Vill.-Ramnagar, P.O.-Ramnagar, Hooghly- 712410
19	ARCHANA GHOSH	Vill.-Polba, P.O.-Polba, Hooghly- 712148
20	KALPATARU SANTRA	Vill.-Paschimpara, P.O.-Paschimpara, Hooghly- 712612
21	BISWAJIT TUDU	Vill.-Ramnathpur, P.O.-Ramnathpur, Hooghly- 712148
22	ANANYA DAS	Vill.-Patul, P.O.-Patul, Hooghly- 712406
23	PIASA MALIK	Vill.-Jamdara, P.O.- Jamdara, Hooghly- 712410
24	SAIYAD MOSAMMAT SAMIMA	Vill.-Chautara, P.O.-Barunanpara, Hooghly- 712148
25	RIYA BAG	Vill.-Dwaripara, P.O.-Pilari, Hooghly- 712122
26	INDRANI SANTRA	Vill.-Alasin, P.O.-Jayer, Hooghly- 712152
27	SHREYA DAS	Vill.-Uchai, P.O.-Barunanpara, Hooghly- 712148
28	SUMITRA MANDI	Vill.-Patna, P.O.-Patna, Hooghly- 712148
29	ANKITA CHOWDHURY	Vill.-Alipur, P.O.-Debipur, Purba Bardhaman - 713146
30	TITLI BHOWMIK	Vill.-Purah, P.O.-Narayanpur, Hooghly- 712412
31	SUCHETA CHOWDHURY	Vill.-Dakshin-Narayanpur, P.O.-Narayanpur, Hooghly- 712412
32	SRIJA SAMANTA	Vill.-Gopalpur, P.O.-Hawakhana, Hooghly- 712403.
33	POUSHALI CHAKRABORTY	Vill.-Rajbalhat, P.O.-Rajbalhat, Hooghly- 712408
34	SURJATAPA BERA	Vill.-Gudarbenia, P.O.-Deoly, Howrah-711301
35	SUSMITA GHOSH	Pipulpati, Kadamtala, Chinsurah, Hooghly- 712103
36	RUPSA MONDAL	Vill.-Tagra, P.O.-Ramnagar, Hooghly- 712411
37	RANI MUKHERJEE	Vill.-Goswami Malipara, P.O.-Goswami Malipara, Hooghly- 712305
38	PIU BOR	Vill.-Dhapdhara, P.O.-Sonargoria, Purba Bardhaman - 713404
39	SHANARA KHATUN	Vill.-Itkhola, P.O.-Caricha, Hooghly- 712409
40	HARIPRIYA MALIK	Vill.-Komdhara, P.O.-Babnan, Hooghly- 712305
41	SANGITA SAMANTA	Vill.-Harinakhali, P.O.-Nimdangi, Hooghly- 712414
42	RIMA DHARA	Vill.-Alipur, P.O.-Alipur Nayanagar, Hooghly- 712301

Sl. No.	Name of Student	Address
43	AYAN SANTRA	Vill.-Bhalia, P.O.-Bhalia, Hooghly- 712615
44	DEBOSHREE DAS	Vill.-Kolora, P.O.-Somra, Hooghly- 712123
45	CHIRANJIB PAL	Vill.-Muthadanga, P.O.-Mayapur, Hooghly- 712413
46	RIMA GHOSH	Vill.-Aschitpur, P.O.-Khamargachi, Hooghly- 712515
47	PUJA MALIK	Vill.-Haragobindapur, P.O.-Surekalna, Purba Bardhaman-713408
48	RUPSA SAMUI	Vill.-Dihibhursut, P.O.-Dihibhursut, Hooghly- 712408
49	NISHA POLLE	Vill.-Kotalpara, P.O.-Parshyanpur, Hooghly- 712401
50	NANDITA KARMAKAR	Bowbazar Battala, Khalisani, Chandannagar, Hooghly- 712138
51	CHAITALI MONDAL	Vill.-Rameswarpur, P.O.-Kalna, Purba Bardhaman - 713409
52	KOYEL SAMANTA	Vill.-Boraldangi, P.O.-Parshyanpur, Hooghly- 712401
53	SAYANI GHOSH	Vill.-Kantabani, P.O.-Pratapnagar, Hooghly- 712415
54	PRITIKONA BHUKTA	Vill.-Radhakrishnapur,P.O.-Rajhati Bandar, Hooghly- 712417
55	AKASH MALIK	Vill.-Payan, P.O.-Karicha, Hooghly- 712409
56	BIPASHA RUIDAS	Vill.-Chowalpara, P.O.-Bandipur, Hooghly- 712407
57	SUPRIYA MONDAL	Vill.-Hatikanda, P.O.-Baneswarpur, Hooghly- 712515
58	MD ARIF	S/30/X Gourhati, Single QTR.P.O.-Baidyabati Hooghly- 712222
59	SUMANA PANDIT	Vill.-Itachuna, P.O.-Itachuna, Hooghly- 712147
60	UTTARA DAS	Vill.-Tarahat, P.O.-Tarahat, Hooghly- 712612
61	ANTARA MALIK	Vill.-Nandal, P.O.-Shyamdasbati, Purba Bardhaman-713424
62	JINNAT FATEMA MALLICK	Vill.-Kanur, P.O.-Ilsobamondlai, Hooghly- 712146
63	SUHANA KHATUN	Vill.-Khanyan PurbaPara, P.O.-Khanyan, Hooghly- 712147
64	MAHBUBA SULTANA	Vill.-Arjuna, P.O.-Arjuna, Purba Bardhaman-712147
65	SIKTA GHOSH	Vill.-Rayan, P.O.-Bhurkunda, Hooghly- 712611
66	SUBHRA PATRA	Vill.- Hatbasantapur, P.O.-Hatbasantapur, Hooghly- 712413
67	SUPARNA BHOWMICK	Vill.-Nindangi, P.O.-Nindangi, Hooghly- 712414
68	TANUSRI BAG	Vill.- Daharkundu, P.O.-Daharkundu, Hooghly- 712617
69	RITA MONDAL	Vill.-Mogalpur, P.O.-Bhanderhati, Hooghly- 712301
70	MD FAISAL ANSARI	35/4 Gandhi Sarak, P.O.-Rishra, Hooghly- 712248
71	TITLI GHOSH	Vill.-Ramnathpur, P.O.-Ramnathpur, Hooghly- 712148
72	KUNTAL SAMANTA	Vill.-Chhatrashal, P.O.-Ghole, Hooghly- 712401
73	TUHINA SIL	Vill.-Rashidpur, P.O.-Rashidpu, Hooghly- 712408
74	POULOMI SAR	Vill.-Morhal, P.O.-Rajbolhat, Hooghly- 712408
75	SOHINI DAS	Vill.-Naskarpur, P.O.-Champadanga, Hooghly- 712401
76	ANUSHA MONDAL	Vill.-Ampala, P.O.-Rajhat, Hooghly- 712123
77	MOWNATA BHOWMICK	Vill.-Somra, P.O.-Somra, Hooghly- 712123
78	SUCHITRA GHOSH	Vill.-Mozepur, P.O.-Duttapur, Hooghly- 712410
79	FALGUNI GHOSH	Vill.-Harali, P.O.-Harali, Howrah - 711226
80	ANKITA DAS	Ward No.09, P.O.-Arambagh, Hooghly-712602
81	PRITHA NEOGI	Vill.-Hoera, P.O.-Hoera, Hooghly- 712147
82	TANIYA DAS	Vill.-Natagarh, P.O.-Digra, Hooghly- 712512
83	LIPIKA RONG	Vill.-Ketebal, P.O.-Ranjitbati, Hooghly- 712416

SEMINAR ON